মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(অষ্টদশ খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
আবদুর রশীদ তারাপাশী

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

শুরুর কথা ২৭

স্মর্তব্য ৩২

ইসলামপূর্ব যুগে উপমহাদেশ ৩৩
- উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ৩৩
- উপমহাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা ৩৩
- ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ৩৪
- উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ৩৫
- আলেকজান্ডারের আক্রমণ ৩৭

মুহাম্মাদ বিন কাসিম থেকে হিজরি চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত ৪০

প্রথম অধ্যায়
ভারতবিজেতা গজনবি ও ঘুরি সুলতানগণ

গজনবি সালতানাত ৪৪

আমির সুবুকতেগিন ৪৫
- একটি বোবা প্রাণীর দোয়া ৪৫
- রাজা জয়পালের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ : লাগমান যুদ্ধ ৪৬
- জয়পালের অঙ্গীকার ভঙ্গ : হিন্দুস্তান সীমান্তে গজনবি বাহিনীর আক্রমণ ৪৭
- লাগমানের দ্বিতীয় যুদ্ধ ৪৮
- বিজিত এলাকায় ইসলামি দাওয়াতের ব্যবস্থাপনা ৪৮
- আমির সুবুকতেগিনের ইন্তেকাল ৪৯
- আলেমদের দৃষ্টিতে আমির সুবুকতেগিনের চরিত্র ৪৯

ইসমাইল ইবনে সুবুকতেগিন ৫১

ইয়ামিনুদ দাওলাহ সুলতান মাহমুদ গজনবি ৫৩

ইতিহাসের প্রথম সুলতান ৫৩
আলেম ও সাহিত্যিকদের বাগান ৫৪
উলামা-মাশায়েখের প্রতি ভক্তি ৫৪

পিতার শাসনামলে বিভিন্ন যুদ্ধে মাহমুদের অংশগ্রহণ ৫৫
নুহ ইবনে মানসুর ও সুবুকতেগিনের মধ্যে সমঝোতা ৫৫
সামানি বিদ্রোহী আমিরদ্বয়ের সঙ্গে গজনবিদের যুদ্ধ ৫৬

নিজ শাসনামলে সামানিদের সঙ্গে সুলতান মাহমুদের দ্বন্দ্ব ৫৭
মানসুর সামানির বিরুদ্ধে তার আমিরদের বিদ্রোহ ৫৭
সামানিদের সঙ্গে সুলতান মাহমুদের যুদ্ধ ৫৮
খেলাফতের দরবার থেকে 'ইয়ামিনুদ দাওলাহ' উপাধি প্রদান ৫৮
ইলক খান, মুনতাসির সামানি ও মাহমুদ গজনবি ৫৮
মুনতাসির সামানির পরিণতি ৫৯
কারাখানিদের খোরাসান দখলের চেষ্টা এবং পশ্চাদ্‌গমন ৬০
কারাখানিদের সঙ্গে মাহমুদ গজনবির রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ৬০
ইলক খানের মৃত্যু ৬০
সুলতান মাহমুদ কর্তৃক কারাখানিদের পশ্চাদ্ধাবন ৬১
সেলজুকদের খোরাসানে স্থানান্তরিত হওয়া ৬১
ঘুরিদের সঙ্গে সংঘাত ৬২

সুলতান মাহমুদ গজনবির ভারত অভিযান ৬৪

ষষ্ঠ ও সপ্তম হিজরির হিন্দুস্তান ৬৪
উত্তর-পশ্চিম হিন্দুস্তান ৬৫
উত্তর-হিন্দুস্তান ৬৫
মধ্য-হিন্দুস্তান ৬৬
পশ্চিম-হিন্দুস্তান ৬৬
পূর্ব-হিন্দুস্তান ৬৬
দক্ষিণ-হিন্দুস্তান ৬৭
হিন্দুস্তানের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যসমূহ : রাজনৈতিক বিভক্তি ৬৭

হিন্দুস্তানে সুলতান মাহমুদ গজনবির অভিযানসমূহ ৬৯
প্রথম অভিযান : সীমান্ত যুদ্ধ (৩৯০ হিজরি) ৬৯
দ্বিতীয় অভিযান : পেশাওয়ার (৩৯১ হিজরি) ৬৯
তৃতীয় অভিযান : ভাটিয়া (ভীরা) দুর্গ (৩৯৫ হিজরি) ৭০
চতুর্থ অভিযান : মুলতান (৩৯৬ হিজরি) ৭২
বলখে ইলক খানের সঙ্গে যুদ্ধ ৭৩
পঞ্চম অভিযান : সুখপালের বিদ্রোহ ৭৩
ষষ্ঠ অভিযান : পেশাওয়ার যুদ্ধ (৩৯৯ হিজরি) ৭৪
কাঙড়ার যুদ্ধ ৭৬
ঘুর অধিকার ৭৬
সপ্তম অভিযান : মুলতান (৪০১ হিজরি) ৭৭
অষ্টম অভিযান : থানসির (৪০২ হিজরি) ৭৭
নবম অভিযান : নন্দনা (৪০৪ হিজরি) ৭৮
দশম অভিযান : কাশ্মীর (৪০৬ হিজরি) ৭৯
খাওয়ারিজম সফর ৮০
একাদশ অভিযান : কনৌজ (৪০৯ হিজরি) ৮০
যমুনার তীরে ৮১
মিরাট ও বুলন্দশহর দখল ৮১
মহাবন ও গোলচন্দের যুদ্ধ ৮২
মথুরার মন্দির ৮২
কনৌজ বিজয় ৮৩
মুনহাজ (ব্রহ্মা কেল্লা) বিজয় ৮৪
আসনি ও চন্দপাল কেল্লা ৮৫
রাজা চন্দ্ররায়কে ধাওয়া এবং খোদাদাদ হাতি ৮৫
খলিফাকে বিষ শনাক্তকারী পাখি উপহার ৮৬
দ্বাদশ অভিযান : কালিঞ্জর ৮৬
ত্রয়োদশ অভিযান : কিরাত ও নারদিন ৮৮
চতুর্দশ অভিযান : লোহকোট ও লাহোর ৮৯
পঞ্চদশ অভিযান : গোয়ালিয়র ও কালিঞ্জর ৯০
ষোড়শ অভিযান : সোমনাথ বিজয় ৯২
সপ্তদশ অভিযান : জাট জাতি (৪১৮ হিজরি) ৯৪

শেষ অভিযান ৯৫
পরপারে যাত্রা ৯৫

সুলতান মাহমুদের অভিযানসমূহের উদ্দেশ্য ৯৬

সুলতান কেন হিন্দুস্তানে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন না? ১০১

সুলতান মাহমুদের সাফল্য ১০৩
সুলতানের চরিত্রহনন এবং এর বাস্তবতা ১০৪

গ্রহণযোগ্য ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে সুলতান মাহমুদের চরিত্র ১০৯
আল্লামা ইবনে খালদুনের মন্তব্য ১০৯
ইবনে আসিরের বর্ণনা ১০৯
হাফেজ ইবনে কাসিরের অভিমত ১১০
হাফেজ জাহাবি ও কাজি মিনহাজুস সিরাজ রহ.-এর অভিমত ১১০
ইতিহাসবিদ তারাচাঁদের মন্তব্য ১১০
লেনপুলের দৃষ্টিতে সুলতান মাহমুদ গজনবি ১১১
সুলতান সম্পর্কে স্যার অ্যালফিনসস্টোনের অভিমত ১১২

সুলতান মাহমুদের জীবন থেকে কয়েকটি শিক্ষণীয় ঘটনা ১১৪
তালিবে ইলমের সম্মান : নববি দরবার থেকে সুসংবাদ ১১৪
আমাকে এসে ডাকবে ১১৪
উন্নয়নকর্ম : জ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা ১১৫

গজনি দরবারের কতিপয় জ্ঞানী ও সাহিত্যিকের পরিচয় ১১৭
হাকিম উনসুরি (মৃত্যু : ৪৩১ হিজরি মোতাবেক ১০৪০ খ্রিষ্টাব্দ) ১১৭
দাকিকি ১১৭
ফিরদাউসি (৩২৪-৪১১ হিজরি—৯৩৫-১০২০ খ্রিষ্টাব্দ) ১১৭
উস্তাদ আসাদি তুসি ১১৮
হাসান মাইমান্দি (মৃত্যু : ৪২৪ হিজরি মোতাবেক ১০৩২ খ্রিষ্টাব্দ) ১১৮
আবু রাইহান মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-বেরুনি
(মৃত্যু : ৪৪০ হিজরি মোতাবেক ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) ১১৯

সুলতান মাহমুদের উত্তরসূরি ১২০

সুলতান মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ গজনবি ১২১

সুলতান মাসউদ ইবনে মাহমুদ গজনবি ১২২

খুজদার, মাকরান ও সরস্তি বিজয় ১২২
সুলতান ও জনৈকা মহিলা জাদুকর ১২৩
ওঘুজ তুর্কদের সঙ্গে যুদ্ধ : জুরজান ও তাবারিস্তান দখল ১২৩
হানসি ও সোনিপত বিজয় ১২৪
আহমাদ নিয়ালতেগিনের বিদ্রোহ ১২৪
সেলজুকদের হামলা ১২৫
সেলজুকদের হাতে পরাজয় এবং লাহোর চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ১২৫
হিন্দুস্তান সফর : উজিরের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান ১২৫
সিন্ধু নদের তীরে সেনাদলের মধ্যে বিদ্রোহ ১২৭
মসনদে অন্ধ শাহজাদা মুহাম্মাদের আরোহণ ১২৭
সুলতান মাসউদের গ্রেফতারি ও মৃত্যু ১২৮
সুলতান মাসউদের কতিপয় ভালো গুণ ১২৮

সুলতান মাসউদের দরবারের আলেম ও গুণীজন ১৩০
আবুল ফজল বাইহাকি ১৩০
ফাররুখি সিস্তানি ১৩০
আসজাদি মারুজি ১৩১

দ্বিতীয় দফায় সুলতান মুহাম্মাদের শাসন ১৩২
শাহজাদা মওদুদ কর্তৃক সুলতানকে হুমকি ১৩২

সুলতান মওদুদ ইবনে মাসউদ ১৩৩
সন্তানাদিসহ সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যু ১৩৩
পুণ্যের ফলাফল পান আবদুর রহিম ১৩৩
লাহোরে মওদুদের সেনা-অভিযান ১৩৪
শাহজাদা মজদুদের ইন্তেকাল ১৩৪
লাহোরে হিন্দুদের হামলা : মুসলমানদের শক্ত প্রতিরোধ ১৩৫
মওদুদের ইন্তেকাল ১৩৫

সুলতান দ্বিতীয় মাসউদ ইবনে মওদুদ ১৩৬

সুলতান আবুল হাসান আলি ইবনে মাসউদ বাহাউদ্দৌলা ১৩৭

সুলতান আবদুর রশিদ ইবনে মাহমুদ গজনবি ১৩৮
নগরকোট পুনরুদ্ধার ১৩৮
সেলজুকদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং তুগরুলের কৃতিত্ব ১৩৮

তুগরুলের বিদ্রোহ ১৩৯
সুলতান আবদুর রশিদের হতাশাজনক পরিণতি ১৩৯

তুগরুল ১৪০
তুশতেগিন কারখির পত্রাবলি এবং তুগরুলের শোচনীয় পতন ১৪০

সুলতান ফররুখজাদ ইবনে মাসউদ ১৪২
বিপদগ্রস্ত কৃষিজীবিদের ওপর থেকে ট্যাক্স প্রত্যাহার ১৪২
সেলজুকদের বিরুদ্ধে বিজয় ১৪২
সেলজুকদের সঙ্গে বন্দি বিনিময় ও চুক্তি ১৪৩
সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সঙ্গে এককভাবে যুদ্ধ ১৪৩
দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা ১৪৪

সুলতান ইবরাহিম ইবনে মাসউদ জহিরুদ্দৌলা ১৪৫
কুরআনুল কারিম লিপিবদ্ধ করা ১৪৫
রাজনৈতিক কৌশলে সুলতান মালিক শাহকে পিছু হটানো ১৪৫
হিন্দুস্তানে অভিযান ১৪৬
দুররা বিজয় ও ইসলাম প্রচার ১৪৭
সুলতান ইবরাহিমের গুণাবলি ১৪৭
সন্তানাদির আধিক্য ১৪৮

মাসউদ ইবনে ইবরাহিম আলাউদ্দৌলা (তৃতীয় মাসউদ) ১৪৯

সুলতান আরসালান শাহ ইবনে মাসউদ সুলতানুদ্দৌলা ১৫০
আরসালান শাহর অত্যাচার-অনাচার ১৫০
রাজ-মাতার বুদ্ধিমত্তা এবং সুলতান সানজারের অভিযান ১৫০
দ্বিতীয়বার আরসালান শাহ কর্তৃক গজনি দখল এবং তার পরিণাম ১৫১

সুলতান বাহরাম শাহ ইবনে মাসউদ মুইজ্জুদ্দৌলা ১৫৩
সুলতান ইবরাহিমের শাসনের প্রতি মুহাম্মাদ বাহলিমের বিদ্রোহ ১৫৩
ঘুরি গোত্রের নৈকট্য, অতঃপর দ্বন্দ্ব ১৫৪
সাইফুদ্দিন ঘুরির হামলা ১৫৪
সাইফুদ্দিনের সঙ্গে গজনিবাসীর ধোঁকা ১৫৪
আলাউদ্দিন হুসাইন কর্তৃক বাহরাম শাহকে হুমকি ১৫৫
পিল বনাম খরমিল ১৫৫
বাহরাম শাহর ছেলের মৃত্যু : পরাজয় ও পলায়ন ১৫৬

বাহরাম শাহর ইন্তেকাল ১৫৭
একনজরে বাহরাম শাহর শাসনকাল ১৫৭

সুলতান খসরু শাহ জহিরুদ্দৌলা ১৫৮
পুড়িয়ে ফেলা হলো ঐতিহ্যের গজনি নগরী ১৫৮
নারীদের ওপর অত্যাচার ১৫৮
গজনির ধ্বংসযজ্ঞ আর আলাউদ্দিনের উল্লাস ১৫৯
গজনি-যুগের ভবন ধ্বংসকরণ ১৬১
সাইয়েদদের রক্ত ১৬১
খসরু শাহর শেষ আশাও খতম ১৬১
গজনবি সুলতানদের পরে গজনি শহরের অবস্থা ১৬২

সুলতান খসরু মালিক ১৬৩
শিহাবুদ্দিন ঘুরি ও খসরু মালিক ১৬৩
খসরু মালিকের গ্রেফতারি : গজনবি পরিবারের পতন ১৬৪

গজনবি শাসকদের তালিকা ১৬৬

ঘুরি সালতানাত ১৬৯
ঘুর একটি বিস্ময়কর ভূখণ্ড ১৭০
ঘুরি বংশের অতীত ১৭১
ইজ্জুদ্দিন হাসানের বিস্ময়কর কাহিনি ১৭২
হাফত আখতার ১৭৩

মালিকুল জিবাল কুতুবুদ্দিন মুহাম্মাদ ১৭৪

সাইফুদ্দিন সুরি ১৭৫

বাহাউদ্দিন সাম ১৭৬

আলাউদ্দিন হুসাইন জাহাঁসুজ ১৭৭
গিয়াসুদ্দিন ও শিহাবুদ্দিন : দায়িত্ব থেকে বন্দিত্ব পর্যন্ত ১৭৭
সুলতান সানজারের সঙ্গে বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ ও গ্রেফতারি ১৭৮
আলাউদ্দিন হুসাইনের মুক্তি ১৭৮

সাইফুদ্দিন ঘুরি ইবনে আলাউদ্দিন ১৮০
বাতিনিয়া ও কারামিতাদের বিরুদ্ধে অভিযান ১৮০
সাইফুদ্দিন ঘুরির পরিণতি ১৮০

সুলতান গিয়াসুদ্দিন ঘুরি **১৮২**
কীভাবে রাজত্ব পেলেন? ১৮২
দুই দেহ এক প্রাণ ১৮৩
সালতানাত প্রতিরক্ষায় গিয়াসুদ্দিন ঘুরির অভিযানসমূহ ১৮৩
গিয়াসুদ্দিন ও শিহাবুদ্দিনের ধর্মীয় ঝোঁক ১৮৪
গিয়াসুদ্দিন ঘুরির গুণাবলি ১৮৫

খাওয়ারিজমশাহি সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ১৮৭
সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ খাওয়ারিজমশাহের সঙ্গে যুদ্ধ ১৮৮
গজনি থেকে ওঘুজ তুর্কদের বহিষ্কার ১৮৮
গজনিতে খসরু মালিকের কর্তৃত্বের অবসান ১৮৯

হিন্দুস্তানে শিহাবুদ্দিন ঘুরির প্রতিনিধিত্ব ১৯০
সালতানাতের নায়েব হিসেবে শিহাবুদ্দিন ঘুরি ১৯০
গজনি—ঘুরিদের দ্বিতীয় রাজধানী ১৯০
শিহাবুদ্দিন ঘুরির প্রাথমিক কার্যক্রম ১৯১
১. সিন্ধুর উজান অঞ্চল, মুলতান ও উচ ১৯১
২. গুজরাটে ভিমদেবের সঙ্গে যুদ্ধ ১৯২
৩. নতুন যুদ্ধ মানচিত্র : পেশাওয়ার বিজয় ১৯২
৪. লাহোর সফর ১৯৩
৫. ভাটি সিন্ধুতে অভিযান ১৯৩
৬. সিয়ালকোট পুনর্নির্মাণ ১৯৩
৭. লাহোর অভিযান ১৯৪
৮. বাথিণ্ডা বিজয় : তারাইনের প্রথম যুদ্ধ ১৯৪
৯. তারাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৯৭
পৃথ্বিরাজের গ্রেফতারি এবং তার পরিণতি ১৯৯
শিহাবুদ্দিনের প্রত্যাবর্তন এবং কুতুবুদ্দিন আইবেকের প্রতিনিধিত্ব ২০০
১০. গাড়োয়াল সালতানাত : চান্দাওয়ার যুদ্ধ ও বেনারস বিজয় ২০০
বিয়ানা ও গোয়ালিয়র অভিযান : ৫৯২ হিজরি—১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দ ২০২
বিহার ও বাঙালা বিজয় : ৫৯৯ হিজরি—১২০২ খ্রিষ্টাব্দ ২০২

সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরির শাসনকাল **২০৪**
খাওয়ারিজমিদের মোকাবিলায় পরাজয় : ৬০০ হিজরি—১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ ২০৪
খোখরদের সাথে যুদ্ধ : ৬০১ হিজরি—১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ ২০৪

হিন্দুস্তানের শেষ সফর : শিহাবুদ্দিন ঘুরির দাওয়াতি তৎপরতা ২০৫
শিহাবুদ্দিন ঘুরির শাহাদাত : ৬০২ হিজরি—১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ ২০৬

সুলতান শিহাবুদ্দিনের চরিত্র ২০৭
শিহাবুদ্দিন ঘুরির অনুগ্রহ : মুসলিম হিন্দুস্তানের মহাপ্রাচীর ২০৭

হিন্দুস্তানে ঘুরি শাসকদের সফলতার প্রেক্ষাপট ২০৯
১. সিংহভাগ মানুষ ছিল সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত ২০৯
২. কার্যবণ্টন সমস্যা ২০৯
৩. সামাজিক অধঃপতন ২০৯
৪. জনসাধারণ কর্তৃক মুসলমানদের সহায়তা প্রদান ২১০
৫. হিন্দুস্তানিদের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব ২১০
৬. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব ২১০
৭. হিন্দুদের ক্ষীয়মাণ সামরিক ব্যবস্থাপনা ২১১
হিন্দুস্তানে প্রথমদিকের মুসলিম অভিযানসমূহের প্রভাব ২১২
সংযুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা ২১২
সেকেলে জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ২১২
উন্নত ব্যবস্থাপনা কাঠামো ২১৩
সুশিক্ষিত সুলতান ২১৩
বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ ২১৩
সবার জন্য শহুরে সুযোগ-সুবিধা ২১৪
বিশ্বসেরা সেনাবাহিনী গঠন ২১৪
সারাদেশে একক রাষ্ট্রভাষা ২১৫
স্থাপত্যশিল্পে অগ্রগতি ২১৬
ঘুরি শাসকদের তালিকা ২১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

গজনবি ও ঘুরি সুলতানদের সামসময়িক উপমহাদেশের খ্যাতিমান উলামা-মাশায়েখ

আবু রাইহান আল-বেরুনি রহ. ২২১
সালার মাসউদ গাজি রহ. ২২৩
সাইয়েদ আলি হাজবেরি রহ. ২২৭
সুলতান সাখি সুরুর রহ. ২৩০

তৃতীয় অধ্যায়

দিল্লির বাদশাহগণ

গোলাম পরিবার, খিলজি, তুগলক, সাইয়েদ ও লোধি

দিল্লির বাদশাহদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২৩৪

গোলাম বংশ

তোমার গোলামরা করে গেছে বাদশাহি ২৩৬

গজনিতে ক্ষমতার যুদ্ধ ২৩৭
মাহমুদ ইবনে গিয়াসুদ্দিন : ক্ষমতার দাবিদার ২৩৭
সুলতানের শাহাদাতের পর তাজউদ্দিন ইলদুজের রাজনৈতিক ভূমিকা ২৩৭
গজনির রাজ মসনদে আলাউদ্দিন ২৩৯
গজনিতে ক্ষমতার টানাপোড়েন ২৩৯

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক ২৪১
গোলামির জীবনেও দানশীলতা ২৪২
যুদ্ধে বন্দিত্ব এবং মালিকের অনুগ্রহ ২৪২
আইবেকের ওপর শিহাবুদ্দিন ঘুরির ভরসা ২৪৩

হিন্দুস্তানে আইবেকের প্রতিনিধিত্ব ও বিজয়াভিযান ২৪৪
হানসিতে জাটওয়ান রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ২৪৪
মিরাট বিজয় : ৫৮৮ হিজরি—১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ ২৪৫
দিল্লি বিজয় : ৫৮৮ হিজরি—১১৯২ খ্রিষ্টাব্দ ২৪৫
চান্দাওয়ার যুদ্ধ : ৫৯০ হিজরি—১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দ ২৪৭
সফেদ হাতি ২৪৭
বাদায়ুন ও কালপুর অভিযান ২৪৮
হরি রায়ের ঔদ্ধত্য ২৪৮
রণথম্ভপুর অবরোধ : আজমির যুদ্ধ, আইবেকের গজনি সফর ২৪৯
হরি রায়ের পরিণতি : আজমিরে মুসলিম শাসক নিযুক্তি ২৫০
আজমিরে মেহর রাজপুতদের ব্যর্থ আক্রমণ ২৫০
৫৯৩ হিজরিতে গুজরাটে হামলা :
৫৯৪ হিজরিতে দ্বিতীয়বার গজনি সফর ২৫১
বাদায়ুন ও কনৌজ : ৪৯৪-৪৯৫ হিজরি—১১৯৮-১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দ ২৫২
কালিঞ্জর ও এর পার্শ্ববর্তী দুর্গ : ৫৯৯ হিজরি—১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ ২৫৩

গজনির তৃতীয় সফর : খাওয়ারিজম ও আন্দখয় যুদ্ধ ২৫৪

মালিক বাহাউদ্দিন তুগরুলের কৃতিত্ব ২৫৫

মালিক ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে বখতিয়ার খিলজি ২৫৭

বিহারে গেরিলা হামলা ২৫৮
বিহার জয় ২৫৮
হাতির প্রতিরোধ ২৫৯
বাঙালা বিজয় ২৬০
খিলজিদের কেন্দ্র লখনৌতি ও দেবকোট ২৬২
তিব্বত বিজয়ের পরিকল্পনা ২৬২
বর্ধনকোট ও ব্রহ্মপুত্র ২৬৩
পাথরের সুবিশাল তোরণ সেতু ২৬৩
কামরুপের রাজা ২৬৪
বাঁশধারী বাহিনীর সাথে মোকাবিলা ২৬৪
এক বিশাল শহরের সংবাদ ২৬৫
ফিরতি যাত্রা এবং খাদ্য সংকট ২৬৫
সেই সুবিশাল তোরণযুক্ত সেতু ধ্বংস ২৬৬
মুসলিম বাহিনীকে ঘেরাও করার ব্যর্থ প্রয়াস ২৬৬
মুসলিম বাহিনীর বিপর্যস্ত অবস্থা ২৬৬
সম্ভবত সুলতান গাজির (শিহাবুদ্দিন ঘুরি) ওপর বিপদ নেমে এসেছে ২৬৭
তিরস্কার ও অভিশাপ ২৬৭
খিলজি জেনারেলের হতাশাজনক পরিণতি ২৬৭

হিন্দুস্তানে আইবেকের স্বাধীন শাসন : জটিলতা ও অভিযান ২৬৯
শিহাবুদ্দিন ঘুরির স্থলাভিষিক্তির ব্যাপার ২৬৯
কুতুবুদ্দিন আইবেকের পরীক্ষা ২৭০
নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা ২৭০
সুলতানের উত্তরসূরিদের থেকে হুকুমতের সনদ ২৭০
তাজউদ্দিন ইলদুজের সঙ্গে সংঘর্ষ ২৭১
স্থানীয় আমিরদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ২৭২
কুতুবুদ্দিন আইবেকের ইন্তেকাল ২৭৩

একনজরে সুলতান আইবেকের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ২৭৪
ক. ৫৮৭-৬০২ হিজরি—১১৯২-১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ ২৭৪

খ. ৬০২-৬০৫ হিজরি—১২০৬-১২০৮ খ্রিষ্টাব্দ ২৭৪
গ. ৬০৫-৬০৭ হিজরি—১২০৮-১২১০ খ্রিষ্টাব্দ ২৭৫

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের গুণাবলি ২৭৬

কুতুবুদ্দিন আইবেকের নির্মাণকাজ ২৭৮
কাসরে সেপিদ বা শ্বেত প্রাসাদ ২৭৮
কুতুব মিনার ২৭৮
কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ ২৭৯
কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ নিয়ে আল্লামা ইকবালের কাব্য ২৭৯
কুতুবুদ্দিন আইবেককে হাফিজ জলন্ধরির ভক্তির নজরানা ২৮০

আরাম শাহ ইবনে কুতুবুদ্দিন আইবেক ২৮৩

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশ ২৮৪
এক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির উপদেশ ২৮৪
আল্লাহর ওলিদের সমাবেশে তুর্কি শিশু ২৮৫
গজনির দাস-বাজারে ২৮৫
আইবেকের পৃষ্ঠপোষকতায় ইলতুতমিশ ২৮৬
বীরত্বপূর্ণ কীর্তি এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি ২৮৭
দিল্লির মসনদে ইলতুতমিশ ২৮৮
বাইআতের শরয়ি অবস্থান এবং আজাদির সনদ ২৮৯

প্রথম কালপর্ব
বিদ্রোহী ও বিরুদ্ধবাদীদের দমন ২৯০
আমিরদের বিদ্রোহ ও পরাজয় ২৯০
লাহোরে ইলদুজের শাসন ২৯০
গজনি থেকে ইলদুজের শাসন ক্ষমতা উৎখাত ২৯১
নাসিরুদ্দিন কাবাচার লাহোর দখল ২৯১
ইলদুজ কর্তৃক লাহোর দখল : ইলতুতমিশের সঙ্গে যুদ্ধ ও পরিণতি ২৯২
লাহোরে নাসিরুদ্দিন কাবাচার দখল : ইলতুতমিশের সঙ্গে যুদ্ধ ২৯৩

দ্বিতীয় কালপর্ব
মঙ্গোলদের হামলা থেকে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ ২৯৫
সুলতান ইলতুতমিশ কর্তৃক সুলতান জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহকে বার্তা ২৯৫
সুলতান ইলতুতমিশের কৌশলের তিনটি দিক ২৯৬

জালালুদ্দিন খাওয়ারিজমশাহ ও কাবাচার মধ্যে দ্বন্দ্ব ২৯৬
সুলতান ইলতুতমিশ ও সুলতান জালালুদ্দিনের মধ্যে দ্বন্দ্ব অতঃপর সন্ধি ২৯৭

তৃতীয় কালপর্ব

সালতানাত সম্প্রসারণ এবং বিজয়ধারা ২৯৯
বাঙালা ও বিহারের পরিস্থিতি ২৯৯
সুলতান ইলতুতমিশের লখনৌতি (পশ্চিমবঙ্গ) দখল ৩০০
রনথম্ভপুর পদানত ৩০১
কোহ-ই-শিভালিকে অভিযান ৩০১
নাসিরুদ্দিন কাবাচার সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ : পাঞ্জাব বিজয় ৩০২
সিন্ধুকে আত্মীকরণ ৩০৩
কনৌজ দখল ৩০৪
খেলাফতের দরবারে মূল্যায়ন ৩০৪
যুবরাজের ইন্তেকাল এবং বিহার অভিযান ৩০৪
প্রাণঘাতী আক্রমণ ৩০৫
গোয়ালিয়র অভিযান ৩০৫
শাহজাদি রাজিয়াকে যুবরাজ্ঞী ঘোষণা ৩০৬
মালোহ বিজয় এবং দেবালয়সমূহ ধ্বংস ৩০৬
গোয়ালিয়রের ধীমান শাসক নুসরাতুদ্দিন তায়িসি : কালিঞ্জরে আক্রমণ ৩০৮
সুলতান ইলতুতমিশের জীবনের শেষ সফর ও ইন্তেকাল ৩০৯

ইলতুতমিশের শাসনব্যবস্থা এবং তার কৃতিত্বের বিভিন্ন দিক ৩১১
নির্মাণশিল্প ৩১১
কালো ও লাল পতাকা ৩১২
রাজনীতির ধরন এবং ন্যায়-ইনসাফ ৩১২
ওয়াজ-নসিহতের সমাবেশ ৩১২
কাজি হামিদ নাগোরি এবং সামার মাসআলা ৩১৩
খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার রহ.-এর জানাযা এবং ইলতুতমিশের তাকওয়া ৩১৪
সন্তানাদি এবং উত্তরসূরি ৩১৫
ছেলে অথবা নাতি ৩১৬

ইলতুতমিশের চল্লিশ আমির ৩১৮
১. তাজউদ্দিন সানজার কিজলিক খান ৩১৮
২. কবির খান আয়াজ ৩১৮

৩. নুসরাতুদ্দিন তায়িসি ৩১৯
৪. ইজ্জুদ্দিন তুগান খান তুগরুল ৩১৯
৫. মালিক কারাকুশ ইলতেগিন, ইখতিয়ারুদ্দিন ৩১৯
৬. আমির হাজিব ইলতেগিন, ইখতিয়ারুদ্দিন ৩২০
৭. মালিক আলতুনিয়া ইখতিয়ারুদ্দিন ৩২০
৮. বলবন কবির, মালিক ইজ্জুদ্দিন কিশলু খান ৩২০
৯. বলবন সগির, বাহাউদ্দিন, উলুগ খান (সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন) ৩২১
১০. মালিক নুসরাতুদ্দিন শের খান ৩২১
১১. কিশলু খান আমির হাজিব, সাইফুদ্দিন আইবেক ৩২২
১২. সাইফুদ্দিন আইবেক, উচের শাসনকর্তা ৩২২
১৩. ইগানতুত, সাইফুদ্দিন আইবেক ৩২৩
১৪. বুতখান, সাইফুদ্দিন আইবেক খিতায়ি ৩২৪
১৫. আরসালান খান খাওয়ারিজমি, তাজউদ্দিন সানজার ৩২৪
১৬. মালিক ইজ্জুদ্দিন তুগান খান তুগরুল ৩২৫
১৭. তোমর খান কিরান ৩২৫

রুকনুদ্দিন ফিরোজ শাহ ইবনে ইলতুতমিশ ৩২৬
নতুন বাদশাহর বিলাসিতা ৩২৬
তুরকান খাতুনের অনাচার ৩২৭
রুকনুদ্দিনের অত্যাচার : শাহজাদা কুতুবুদ্দিনকে মৃত্যুদণ্ড ৩২৭
সালতানাতের আমিরদের বিদ্রোহ ৩২৮
যুদ্ধের মেঘ, সালতানাতের অভিজাত ব্যক্তিদের হত্যা ৩২৮
তুরকান খাতুন এবং সুলতানা রাজিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব ৩২৯
শহরের নেতৃবৃন্দের সমাবেশে শাহজাদি রাজিয়ার ভাষণ ৩৩০
রুকনুদ্দিনের গ্রেফতারি ৩৩০

রাজিয়া সুলতানা বিনতে ইলতুতমিশ ৩৩১
সুলতানা রাজিয়ার সিংহাসনে আরোহণ ৩৩২
রুকনুদ্দিন ফিরোজ শাহর পরিণতি ৩৩৩
রাজিয়া সুলতানার কৃতিত্ব ৩৩৪
কারামিতাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ ৩৩৫
কারামিতাদের সম্পর্কে ফতোয়া ৩৩৫
ধর্মীয় উদারতা ৩৩৬

বিদ্রোহের প্রথম কালপর্ব ৩৩৮
সুলতানার সামরিক পোশাক ৩৪০
সাম্রাজ্য শক্তিশালী করার কালপর্ব ৩৪১
নতুন বন্দোবস্ত ৩৪১
রনথম্বপুরের যুদ্ধ ৩৪২
গোয়ালিয়র পদানত ৩৪২
জনগণের প্রতি সদাচার ও ন্যায়বিচার ৩৪২
নারী অধিকার ৩৪৩
উলামা-মাশায়েখের প্রতি ভক্তি, ইলমি বিতর্ক এবং দীনি জযবা ৩৪৩
ধর্মীয় খেদমত ৩৪৪
গবেষণা ও রচনা পরিষদ ৩৪৪
খানকাহসমূহকে সহায়তা প্রদান ৩৪৫
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং একে উন্নতি প্রদান ৩৪৫
দীনি পরিবেশ ৩৪৫
বিদ্রোহের দ্বিতীয় কালপর্ব ৩৪৬
লাহোরে বিদ্রোহ ৩৪৬
বাথিন্ডার যুদ্ধ, রাজিয়ার গ্রেফতারি ৩৪৭
বিদ্রোহের পুতুল ইলতেগিনের আধিপত্য ও উন্নতি ৩৪৮
ইলতেগিনের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি : বাহরাম শাহর প্রকৃত শাসন আরম্ভ ৩৪৯
মালিক আলতুনিয়ার অনুতাপ : রাজিয়া সুলতানার সাথে বিবাহ ৩৫০
দিল্লিতে রাজিয়ার সেনা অভিযান এবং হতাশাজনক পরিণতি ৩৫০
রাজিয়ার কবর ৩৫১
ইলতুতমিশের মাজার ৩৫২
রাজিয়ার কৃতিত্বের ওপর একটি পর্যালোচনা ৩৫২
রাজিয়ার ওপর মিথ্যে অপবাদ ও তার বাস্তবতা ৩৫২
চিন্তার বিষয় ৩৫৩
মুয়িজ্জুদ্দিন বাহরাম শাহ ইবনে সুলতান ইলতুতমিশ ৩৫৪
বাদশাহর জ্ঞানবুদ্ধির উপর এক মাজযুবের প্রভাব বিস্তার ৩৫৪
লাহোরে মোঙ্গল হামলা : দীনদার মুহাম্মাদ ও মালিক কারাকুশের বীরত্ব ৩৫৫
বাহরাম শাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ৩৫৮

সুলতান আলাউদ্দিন মাসউদ ইবনে রুকনুদ্দিন ৩৬০
নতুন আঙ্গিকে পদ-পদবি বণ্টন ৩৬০
পদবি বণ্টন ৩৬১
শাহজাদাদের মুক্তি ৩৬১
হিন্দুদের হামলা ৩৬২
মোঙ্গলদের হামলা এবং বলবন সগিরের কৃতিত্ব ৩৬৩
আলাউদ্দিন মাসউদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ৩৬৪

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ৩৬৫
নাসিরুদ্দিন মাহমুদের রাজনীতির ধরন ৩৬৫
ফ্যাসাদিদের দুর্বল করার অভিযান ৩৬৬
শাহজাদা জালালুদ্দিনের অসন্তুষ্টি ৩৬৭
বলবনের কন্যার সাথে সুলতান নাসিরুদ্দিনের বিয়ে ৩৬৭
বলবন হয়ে গেলেন উলুগ খান ৩৬৭
ইজ্জুদ্দিন বলবনের ব্যর্থতা ৩৬৮
গোয়ালিয়র ও মালওয়া অভিযান ৩৬৯
উলুগ খানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ঐক্য এবং তার পতন ৩৭০
আরেকটি বিদ্রোহ ৩৭১
পাঞ্জাবে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ৩৭২
ইমামুদ্দিন রায়হানকে প্রত্যাহার : বলবন সগির আবারও সালতানাতের নায়েব ৩৭২
কুতলুগের সাথে সুলতানের মায়ের বিয়ে এবং নতুন সমস্যা ৩৭৩
অযোধ্যায় কুতলুগ খানের বিদ্রোহ ৩৭৪
কুতলুগ খান এবং বলবন কবিরের ব্যর্থ যোগসাজশ ৩৭৪
মোঙ্গলদের হামলা ৩৭৬
বাগদাদের পতন : দিল্লির দরবারের প্রতি মোঙ্গলদের ভয় ৩৭৬
মেওয়াত অভিযান ৩৭৭
সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের ইন্তেকাল, তার চরিত্র ও কৃতিত্ব ৩৭৭
কাজি মিনহাজুস সিরাজ এবং তাবাকাতে নাসিরি ৩৭৮

সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন ৩৮০
নতুন ব্যবস্থাপনা এবং রাজনীতির ধরন ৩৮০
মেওয়াত ৩৮১

দোয়াব ৩৮২
অযোধ্যার রাজপথ ৩৮৩
কাঠির (রোহিলখণ্ড) ৩৮৩
কোহিস্তান-ই নমক বা লবণাঞ্চল ৩৮৪
লাহোর সফর ৩৮৪
শাহজাদা মাহমুদ বুগরা খান, মুহাম্মাদ খান এবং মোঙ্গলদের প্রতিরোধ ৩৮৫
চল্লিশ আমিরের প্রথা বাতিল ৩৮৬
জায়গিরদারদের জবাবদিহিতা ৩৮৭
সম্প্রসারণের স্থলে স্থিতিশীলতা ৩৮৭
তাতারদের সাথে যুদ্ধ ৩৮৮
মুহাজিরদের আবাসন ৩৮৯
লখনৌতিতে তুগরুলের বিদ্রোহ এবং বলবনের দীর্ঘতম অভিযান ৩৯০
যুবরাজ মুহাম্মাদ খানের গুণাবলি ৩৯৪
মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধের আগে সুলতান কর্তৃক মুহাম্মাদ খানকে উপদেশ ৩৯৫
মোঙ্গলদের সাথে শাহজাদার যুদ্ধ ৩৯৬
মোঙ্গলদের দ্বিতীয় হামলা : শাহজাদা মুহাম্মাদ খানের বীরত্ব ৩৯৭
শাহজাদা মুহাম্মাদ খানের শাহাদাত ৩৯৮
সুলতান বলবনের শেষ দিনগুলো ৩৯৯
মজলুমের ফরিয়াদ ৩৯৯
বুগরা খানকে নিয়ে আশা-নিরাশা ৪০০
বুগরা খানের ব্যাপারে সুলতানের ভুল ধারণা ৪০১
সুলতানের ইন্তেকাল ৪০২

এক নজরে সুলতান বলবনের শাসননীতি ৪০৪

নতুন আঙ্গিকে সেনা বিন্যাস ও প্রশিক্ষণ ৪০৪
সেনাবাহিনীর সংখ্যা এবং মাসিক বেতন বৃদ্ধি ৪০৫
অধীনদের সাথে সুসম্পর্ক ৪০৫
শিকারের আদলে সেনা-প্রশিক্ষণ ৪০৫
গোপনীয়তা ৪০৫
সেনাদলের যাত্রা ও অবস্থানকালে দুর্বলদের প্রতি মনোযোগ ৪০৬
সিপাহিদের পরিচিতি ৪০৬

রাজনৈতিক সংস্কার ৪০৭
পদায়নের ক্ষেত্রে অভিজাত ও জ্ঞানী লোকদের নির্বাচন ৪০৭
পদধারী ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি ৪০৭
অমুসলিমদের শীর্ষপদ প্রদানে সাবধানতা ৪০৭
দুশ্চরিত্র ও নীচ মানসিকতার লোকদের থেকে বেঁচে থাকা ৪০৮
বিদ্রোহী ও সিপাহিদের সাথে কঠোরতা ৪০৮
বলবনের রাজনীতির কিছু স্বতন্ত্র ও উল্লেখযোগ্য দিক ৪০৯
ইসলামি খেলাফতের মর্যাদা দান ৪১০
ন্যায়বিচার ও ইনসাফ ৪১০
ইনসাফের প্রতীক কাজি ইমাদুল মুলক ৪১১

রাজকীয় শিষ্টাচার ও শান-শওকত ৪১১
দরবারের দৃশ্য ৪১৩
শান-শওকতের দৃশ্য ৪১৩
উৎসব ও মাহফিলের দৃশ্য ৪১৩
শিকারের প্রতি আগ্রহ ৪১৪
সুলতানের উপর প্রাচীন পারসিক বাদশাহদের প্রভাব ৪১৫

রাজনীতি শিক্ষা ৪১৭
শাহজাদা বুগরা খানকে উপদেশ ৪১৭
উপদেশগুলোর সারমর্ম ৪১৮

সুলতানের দীনদারি ৪১৮
নামাজ ও নফলের প্রতি গুরুত্বারোপ ৪১৯
উলামা-মাশায়েখদের সাথে সম্পর্ক ৪১৯
মাজারসমূহে উপস্থিতি ও জানাজার নামাজে অংশগ্রহণ ৪১৯
ওয়াজ-মাহফিলে অংশগ্রহণ ৪১৯
সীমালঙ্ঘনের প্রতিকার ৪১৯
বলবন সম্পর্কে আল্লামা বারনি রহ.-এর অভিমত ৪২০
মানবিক সাম্য এবং বংশ মর্যাদার প্রভাব ৪২০
সুলতান বলবনের সংস্কার কাজের প্রভাব ৪২২

সুলতান মুয়িজ্জুদ্দিন কায়কোবাদ ৪২৩
ফখরুদ্দিন কোতোয়ালের ষড়যন্ত্র ৪২৩
শাহজাদা কায়খসরুর পলায়ন এবং শাহজাদা কায়কোবাদের অভিষেক ৪২৩

পদ বণ্টন ৪২৪
মালিক নিজামুদ্দিনের উত্থান ও আধিপত্য ৪২৪
কায়কোবাদের বিলাসিতা ও উন্মত্ত আমোদ-প্রমোদ ৪২৫
শাহজাদা কায়খসরুর জীবন-কাহিনি ৪২৬
সুলতান কায়কোবাদের সাথে কায়খসরুর চিঠি আদানপ্রদান ৪২৬
মালিক নিজামুদ্দিন শাহজাদা কায়খসরুকে যেভাবে হত্যা করালেন ৪২৭
উজির খাজা খাতিরকে অপমান : নওমুসলিম মোঙ্গল অফিসারদের ওপর জুলুম ৪২৮
নিজামুদ্দিনের চালবাজি : আমিরদের ওপর জুলুম ৪২৯
নিজামুদ্দিনকে ফখরুদ্দিন কোতোয়ালের উপদেশ ৪৩০
সুলতান কায়কোবাদের সাথে পিতা বুগরা খানের সাক্ষাতের চেষ্টা ৪৩১
পিতা-পুত্রের মধ্যে পত্রবিনিময় ৪৩২
পিতা-পুত্র মুখোমুখি ৪৩৪
ছেলেকে বুগরা খানের উপদেশ ৪৩৪
বুগরা খানের প্রত্যাবর্তন এবং ছেলেকে শেষ নসিহত ৪৩৭
কায়কোবাদের ওয়াদা ভঙ্গ ৪৩৭
নিজামুদ্দিনকে হত্যা ৪৩৮
নতুন পদ বণ্টন ৪৩৯
পক্ষাঘাতগ্রস্ত কায়কোবাদ : সিংহাসনে তিন বছরের শিশু ৪৪০
মালিক কুচনের ষড়যন্ত্র : খিলজি সরদার মালিক ফিরোজের প্রতিরোধ ৪৪০
মালিক কুচনের ব্যাপারটির নিষ্পত্তি : শিশু বাদশাহ মালিক ফিরোজের হাতে ৪৪১

শামসুদ্দিন কায়োমারস ৪৪২
কায়কোবাদ হত্যা : গোলাম পরিবারের পতন ৪৪২

গোলাম বংশের পতনের কারণ ৪৪৩
১. চেহেলগানি তুর্কি আমিরদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য ৪৪৩
২. অভ্যন্তরীণ চক্রান্ত ৪৪৩
৩. সালতানাতের মৌলিক অবকাঠামোতে দুর্বলতা ৪৪৪
৪. কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অভাব ৪৪৪
৫. দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরসূরি ৪৪৪

৬. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ৪৪৪
৭. সামরিক ব্যবস্থায় দুর্বলতা এবং অভিজাত শ্রেণির ওপর নির্ভরশীলতা ৪৪৪
৮. আমির ও সরদারদের বংশীয় দলাদলি ৪৪৫

শুরুর কথা

ইতিহাস একটি সাগর, আর ইতিহাসবিদগণ হচ্ছেন সেই সাগরের ডুবুরি। তারা সময়ের স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলেন না; বরং সাগরে ডুব দিয়ে সেসব মণিমুক্তো কুড়িয়ে আনেন, যেগুলো গ্রন্থ নামের ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে। ঐতিহাসিক বাস্তবতা কোনোক্রমেই মণিমুক্তো থেকে কম মূল্যবান নয়। ডুবুরিরা মুক্তো তৈরি করেন না; সংগ্রহ করেন। যারা তৈরি করে, তারা ডুবুরি নয়; তারা নকলবাজ। ইতিহাসবিদদের কাজ ইতিহাস তৈরি করা নয়—তারা ইতিহাস (আমদানি করেন) তুলে ধরেন। ইতিহাসের সাধারণ একজন ছাত্র হিসেবে আমার চেষ্টার সারাংশ হচ্ছে, আমি সত্য ইতিহাস তুলে ধরব এবং ইতিহাস নিয়ে নকলবাজদের মুখোশ উন্মোচন করব।

আলহামদুলিল্লাহ, এই নিয়ত ও দৃঢ় ইচ্ছে নিয়ে এ যাবত *তারিখে উম্মাতে মুসলিমার* পাঁচটি খণ্ড পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবার ষষ্ঠ খণ্ডটি আপনাদের পড়ার টেবিলে হাজির। এই খণ্ডটি রচনা করা হয়েছে উপমহাদেশ তথা পাক-ভারতের ইসলামি ইতিহাস ও ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করার জন্য। ইচ্ছে ছিল এই (মূল) এক খণ্ডের মধ্যেই উপমহাদেশের সামগ্রিক ইতিহাস নিয়ে আসব। এ কাজের জন্য প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা লেখার পরিকল্পনা ছিল। মনে করেছিলাম ৪০০ পৃষ্ঠার মধ্যে গজনবি সুলতানদের ইতিহাস থেকে লোধি আফগানিদের ইতিহাস সমাপ্ত করব, আর বাকি ৪০০ পৃষ্ঠার মধ্যে মোগল সুলতানদের ইতিহাস উল্লেখ করব। কিন্তু কাজ আরম্ভ করার পর যখন ইতিহাসের প্রাচীন উৎস ঘাটতে শুরু করি, তখন অবস্থা দাঁড়ায় এমন—

کرشمہ دامنِ دل می کشد کہ جاں اینجاست

হৃদয়ের আঁচলের টান বলছিল, প্রাণ যে আছে এখানেই।

কোথাও বিজয়-সফলতার, দৃঢ়তার এবং ত্যাগ ও কুরবানির এমন দৃশ্য ধমনির রক্তকণিকায় আবেগের ঢেউ তুলছিল; আবার কোথাও বুজুর্গানে দীনের আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা, বিনয়, দীনি দাওয়াতের প্রতি আত্মনিবেদন এবং সৃষ্টিসেবায় নিজেদের বিলীন করে দেওয়ার ঈমানজাগানিয়া এমন উদাহরণ সামনে চলে আসছিল—যা দেখে নিজের ঈমানের ওপর আফসোস হচ্ছিল। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু

হতভাগা, পাষাণ-হৃদয় জালেম ও পাপাচারীদের এমন অবস্থাও সামনে আসছিল—যা দেখে আপনাতেই মুখ দিয়ে কবি ইকবালের এই পঙ্‌ক্তি উচ্চারিত হচ্ছিল—

یہ وہ مسلماں ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

এরাই সেই মুসলমান, যাদের দেখে ইহুদিরাও লজ্জা পায়।

মোটকথা, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যাসে শিরোনামের জন্য যে দশ পৃষ্ঠা লেখার পরিকল্পনা করছিলাম, লিখতে গিয়ে তা বিশ থেকে ত্রিশ পৃষ্ঠা অতিক্রম করে যায়। তাও এমতাবস্থায় যে, আমি কলমরূপী অশ্বের লাগাম জোরে টেনে ধরছিলাম এবং প্রায় জোর করেই সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বারবার কলমের মোড় ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিলাম। এমনটি না করলে আলোচনার পরিধি আরও বেড়ে যেত। এই অংশ লিখতে গিয়ে আমি প্রায় বারো থেকে ষোলো শত কর্মঘণ্টা ব্যয় করেছি। কাজে একনিষ্ঠ হওয়ার লক্ষ্যে ফোন, হোয়াটসঅ্যাপসহ সকল প্রকার স্যোশাল মিডিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছি। আনন্দ-বেদনার উৎসব, শোকপ্রকাশে অংশগ্রহণ, রুগ্‌ণদের দেখাশোনা, মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দিয়েছি। মোটকথা, আমার তখনকার অবস্থাকে একটি ইলমি ইতিকাফ মনে করতে পারেন, যেখানে একান্ত বাধ্যবাধকতা ছাড়া বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। এর মধ্যে রোগাক্রান্ত হলে চরম পর্যায়ের বাধ্যতা ছাড়া ডাক্তারের শরণাপন্নও হইনি।

এমন নিরবচ্ছিন্ন ও একাগ্র অবস্থায় দিনের হিসেব তো পরের কথা, কত সপ্তাহ ও মাস যে কেটে গেছে, সে খেয়ালও রাখিনি। একপর্যায়ে পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে উঠলে তা প্রকাশকের হাতে তুলে দেওয়ার মনস্থ করি; কিন্তু পরিকল্পিত কাজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাই, কাজ মাত্র অর্ধেক সমাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা জহিরুদ্দিন বাবরের হাতে ইবরাহিম লোধির পরাজয় পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পেরেছি। মোগল সালতানাতের পুরো কাজই বাকি রয়ে গেছে। তখন মনে হয় মোগল সালতানাত নিয়ে কাজ করতে হলে না জানি কত সময় লাগবে—তাই যেটুকু হয়েছে আপাতত ওইটুকুই প্রকাশ করা হোক। কারণ, এইটুকুও প্রায় নয়শো পৃষ্ঠারের বিশাল এক খণ্ড হয়ে গেছে। এখানে সুলতান মাহমুদ গজনবি কর্তৃক উপমহাদেশে হামলার ইতিহাস থেকে বাবরের হাতে ইবরাহিম লোধির পরাজয়ের ইতিহাস এসে গেছে। যেখানে এসে একটি কালের সমাপ্তি এবং আরেকটি কালের সূচনা ঘটে থাকে।

পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনারা বাকি কাজটুকু সমাপ্তির জন্য দোয়া করতে থাকবেন। ইনশাআল্লাহ, বাকি কাজটুকু হবে *তারিখে উম্মতে মুসলিমার* সপ্তম খণ্ড। আবারও অধমের শারীরিক সুস্থতার জন্য দোয়ার আবেদন রইল।

***

হিন্দুস্তানে মুসলিম সুলতানদের আগমন এমন একটি ঘটনা—যা অতীতের আঁধারচ্ছন্ন জানালা খুলে ধরে। সেই মুহূর্তটির শুরু ওই ধুলোবালি থেকে—যা সুলতান মাহমুদ গজনবির সঙ্গে আগত মুজাহিদদের ঘোড়ার খুড়ের আঘাতে উড়ছিল; যে মুহূর্তের তাকবিরধ্বনি হিন্দুস্তানকে বহু শতাব্দীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছিল।

এখানে এসে সূচনা হচ্ছে ইতিহাসের একটি নতুন কালপর্ব—যা শুধু বিজয় ও পরাজয়ের ইতিহাস নয়; বরং সেটা হচ্ছে উপমহাদেশে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির ও প্রভাব-প্রতিপত্তির একটি মনকাড়া আখ্যান। ঘুরিরা এই হিন্দুস্তানে এক নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিত গড়েছিল। এরপর দাস-পরিবারের শাসনামলে এখানে ইসলামি শাসনব্যবস্থা শেকড় বিস্তার করেছিল। খিলজি, তুগলক, সায়্যিদ ও লোধি হচ্ছে ওই ইতিহাসের পরম্পরা। এই শেকলের প্রতিটি কড়ার ইতিহাস প্রাচীন উৎসগ্রন্থাদিতে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে প্রতিটি পরিবারের উত্থান-পতনের ইতিহাস স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ; যার পাতায় পাতায় রয়েছে শিক্ষাগ্রহণের অসংখ্য উপাদান। পরতে পরতে দেখা যায় 'যেমন কর্ম তেমন ফল'-এর বাস্তব উদাহরণ। প্রতিটি ব্যক্তি ও ঘটনার সঙ্গে দেখা যায় বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছে মোতাবেক পরিণতি। এটাই সেই মূলনীতি—যা বিগত নবী-রাসুলদের কাছে প্রেরিত আসমানি কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআন মাজিদ ও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন। আফসোস! মানুষ বারবার এসব ভুলে যায়। নতুন করে সেসব অপরাধে লিপ্ত হয়—যা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়ে থাকে।

***

উপমহাদেশের ইতিহাস শুধু সুলতান ও রাজা-বাদশাহদের বালাখানা, দুর্ভেদ্য দুর্গ ও রণক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এই ইতিহাসের আত্মা সেসব দীনি কেন্দ্রে স্পন্দিত, যেগুলো উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখে ইজাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের ত্যাগের সুবাদেই মুকুট ও সিংহাসনের যুদ্ধের পাশাপাশি জ্ঞান ও শিল্পকলার দীপ জ্বলছিল। মধ্য-এশিয়া থেকে শত শত আল্লাহর ওলি ও প্রাজ্ঞ আলেমগণ হিজরত করে এখানকার ইলমি বাগানে পানি সিঞ্চনের জন্য ছুটে এসেছিলেন।

তারা ছিলেন দীনি আকাশের সেসব সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যারা ভালোবাসা, সদ্ব্যবহার এবং ইলমের নুর দ্বারা এখানকার সাধারণ মানুষের অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন। তারা ছিলেন সেসকল মনীষী, যারা এই ভূখণ্ডে ইসলামের সত্যিকারের ভিত স্থাপন করেছিলেন; মানবতার নতুন পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। যদি ওই মনীষীদের ইতিহাস

না থাকত, তাহলে উপমহাদেশের ইতিহাস শুধু যুদ্ধ-বিদ্রোহ, ক্ষমতার রশি টানাটানি ও গৃহযুদ্ধের একটি প্রাণহীন উপাখ্যান হয়ে থাকত। তাই সাম্রাজ্যের ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি অধমের চেষ্টা ছিল—যেন পাঠক-সমাজকে ওই বুজুর্গদের অবস্থান, মর্যাদা, চিন্তা-চেতনা, ঈমানি আবেগ এবং দাওয়াত ও মেহনত সম্পর্কেও জ্ঞাত করে তুলি। যাতে আমাদের স্মৃতিতে এ বিষয়টি জাগ্রত থাকে, শুরু থেকেই এই ভূখণ্ডে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি একটি দাওয়াতি, ঈমানি, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক আন্দোলন সক্রিয় ছিল। সেই প্রচেষ্টার ফলেই এই ভূখণ্ডের মুসলমান আজ অবধি বিশ্বের বুকে আলাদা মর্যাদার আসনে সমাসীন।

***

এই অংশের বিন্যাস কিছুটা নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায় : হিন্দুস্তান বিজেতা তথা গজনবি ও ঘুরি সুলতানগণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গজনবি-ঘুরি আমলে হিন্দুস্তানি উলামা-মাশাইখগণ।

তৃতীয় অধ্যায় : দিল্লির বাদশাহগণ (দাস-পরিবার, খিলজি, তুগলক, সায়্যিদ ও লোধি)।

চতুর্থ অধ্যায় : দিল্লির বাদশাহি আমলে খ্যাতিমান উলামায়ে কেরাম।

পঞ্চম অধ্যায় : দিল্লির পতনকালে উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সালতানাত।

ষষ্ঠ অধ্যায় : মোগল সাম্রাজ্যের পূর্বে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় আলেমগণ।

অধম *তারিখে উম্মতে মুসলিমা* গ্রন্থের এই খণ্ডটি লিখতে গিয়ে পরিশ্রম ও চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তারপরও মনে হয়েছে—কাজটি যথাযথ মর্যাদায় সম্পন্ন হয়নি। এক্ষেত্রে বড় বাধাটি ছিল কিতাবাদির স্বল্পতা। পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন প্রায় সব ইতিহাসগ্রন্থই ফারসি ভাষায় রচিত। আমাদের এখানে সেসকল কিতাবের বাজার-চাহিদা প্রায় শূন্য পর্যায়ে। বাজার-চাহিদা না থাকায় কুতুবখানাগুলোতে ফারসি কিতাবাদি রাখা হয় না। গবেষকদের জন্য একেকটি কিতাব সংগ্রহের জন্য মাথায় যন্ত্রণার পাহাড় বহন করতে হয়। ভাগ্য সহায় হলে আরাধ্য রত্ন হাতে আসে। এ কারণেই উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের কয়েকটি ফারসি কিতাব শত চেষ্টার পরও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যাহোক, আল্লাহ সহায় হলে ওই কিতাবগুলো যদি আমাদের হাতের নাগালে আসে এবং দেহে কাজ করার মতো শক্তি থাকে, তাহলে এই কাজটুকু আরও সুন্দর করার আশাবাদ রইল।

***

যেকোনো গবেষণার কাজ করতে হলে আগে কাঙ্ক্ষিত কিতাবাদি হাতে পাওয়া হচ্ছে মৌলিক প্রয়োজন। অন্যথায় ওই কাজ নিয়ে এক কদমও সামনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আমি ইদারা আল-মানহালের কাছে কৃতজ্ঞ, তারা আমাকে কাঙ্ক্ষিত কিতাবাদি পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বত সহায়তা জুগিয়ে গেছেন। আমি প্রিয় হারিস আলি ডোগর (করাচি) আর ভাই আবু হুরায়রার (জামিয়াতুর রাশিদ) কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ; কাজ করতে গিয়ে যখন অনেক খোঁজাখুঁজির পরও কিতাবাদি সংগ্রহ করতে পারছিলাম না, তখন তারা প্রথম সুযোগেই সেগুলো খুঁজে বের করে আমার কাছে সরবরাহ করেছেন। আমার সহায়ক ভাইদ্বয়কে আল্লাহ তার শান মোতাবেক জাজায়ে খায়ের দান করুন।

***

তারিখে উম্মতে মুসলিমার এই খণ্ডটি আমাদের জন্য এ কারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, এর সম্পর্ক ধরিত্রীর ওই ভূখণ্ডের সাথে—যেখানে আমরা বসবাস করছি। এই ভূখণ্ড কতটা আকর্ষণীয়, বিস্ময়কর, শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক ইতিহাসের ধারক, সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে তা কিছুটা হলেও অনুমান করা যাবে। আর এগুলো পড়ে, বুঝে, আত্মস্থ করে আমরা নিজেদের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ সাজিয়ে তুলতে পারি।

উপমহাদেশের ইতিহাস বুঝার জন্য এখানকার অঞ্চল ও স্থানের বিস্তারিত বিবরণ থাকা জরুরি। এজন্য অধম চেষ্টা করেছি, যেসব স্থান পাঠকদের কাছে অজ্ঞাত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, টীকায় সেগুলোর বিবরণ তুলে ধরার।

আমার বিশ্বাস; কিতাবটি ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য সমানভাবে ইলমি সম্পদরূপে বিবেচিত হবে। ইনশাআল্লাহ, খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই পরবর্তী খণ্ডের কাজ শুরু করা হবে। সেই খণ্ডে সুলতান জহিরুদ্দিন বাবরের কাল থেকে সুলতান বাহাদুর শাহর কাল পর্যন্ত ইতিহাস তুলে ধরা হবে। আল্লাহ এই অক্ষম বান্দার সামান্য প্রয়াস কবুল করে একে পরকালের নাজাতের উসিলা বনান। আর পাঠকদের ইলম ও আমল জানাশোনায় উন্নতি দান করুন।

মুহাম্মাদ ইসমাইল রেহান
ইদারা উলুমুল কুরআন, তাহসিল হাসান আবদাল, আটক
২রা জুমাদাল উলা, ১৪৪৭ হিজরি
২৫শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ
শুক্রবার, ২.৫৫ ঘটিকা

স্মর্তব্য

১. অনেক ক্ষেত্রে একই টীকায় দুই বা ততোধিক কিতাবের সূত্র দেওয়া হয়েছে। এটা সাধারণত এ উদ্দেশ্যে, যাতে পাঠক হাতের কাছে যে কিতাবটি পান সেটি দেখে নিতে পারেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এর উদ্দেশ্যে এটাও যে, ঘটনা বা বর্ণনাটি বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে রয়েছে। তাই ঘটনাটি খুঁজতে গিয়ে পাঠক কোনো একটি কিতাবে পুরো বর্ণনা খুঁজে না পেলে যেন অন্য কিতাব খুলে দেখে নিতে পারেন। ইনশাআল্লাহ, এভাবে অল্প চেষ্টায় পুরো ঘটনার বিবরণ পেয়ে যাবেন।

২. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে নতুন সংস্করণ, তাহকিককৃত এবং সচরাচর পাওয়া যায় এমন কপি সামনে রাখা হয়েছে। কিতাবের শেষ দিকের ইনডেক্স থেকে জানা যাবে কোন প্রকাশনীর কপি ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, পাঠক টীকাগুলো যাচাই করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনীর কপিগুলো সামনে রাখলে ইনশাআল্লাহ সহজেই তা পেয়ে যাবেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো কিতাবের নতুন এডিশনে দু-চার পৃষ্ঠা এদিক-ওদিক হতে পারে। তাই পাঠক উল্লেখিত পৃষ্ঠায় টীকার বিষয়বস্তু না পেলে সামনে বা পেছনে দু-চার পৃষ্ঠা দেখে নেবেন।

৩. *তারিখে ফিরিশতা* গ্রন্থের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে যেখানে 'তারিখে ফিরিশতা ফারসি' লেখা রয়েছে, সেখানে 'আঞ্জুমানে আসার ও মুফাখির ফারহেঙ্গি ইরান' থেকে ছাপা নতুন এডিশন উদ্দেশ্য। আর যেখানে 'তারিখে ফিরিশতা উর্দু' লেখা রয়েছে, সেটি দ্বারা ওই প্রাচীন এডিশন উদ্দেশ্য—যেটি মেজর জেনারেল জন ব্রিগেস ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট কলেজ প্রেস বোম্বাই থেকে ছাপিয়েছিলেন। আমি জনৈক প্রকাশকের কাছ থেকে গ্রন্থটির অসম্পূর্ণ কপি সংগ্রহ করতে পেরেছি। তাই বাধ্য হয়ে ওই দুই নুসখাকে সামনে রেখে কাজ চালাতে হয়েছে। তবে অধিকাংশ তথ্য নতুন কপি থেকেই নেওয়া হয়েছে।

ইসলামপূর্ব যুগে উপমহাদেশ

উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

পাক-ভারত উপমহাদেশ একটি বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড। এটি এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এ এমন একটি সুস্পষ্ট ভৌগোলিক এলাকা, যার রয়েছে একটি স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্টপূর্ণ অবস্থান।

উপমহাদেশ বলতে মূলত বর্তমান সাতটি দেশের সমষ্টিকে বোঝায়। সেগুলো হচ্ছে : ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ। ভৌগোলিকভাবে সম্প্রসারিত উপমহাদেশের মধ্যে কখনো কখনো আফগানিস্তান ও মিয়ানমারের কিছু অংশও গণ্য হয়ে থাকে।

উপমহাদেশ কেবল একটি ভূখণ্ড নয়; এটি প্রকৃতির এক অপূর্ব নির্মাণশৈলী—যা প্রকৃত শিল্পী আল্লাহ তাআলা তার বিশেষ মনোযোগ দিয়ে গড়ে তুলেছেন। এটি এমন এক বই, যার পৃষ্ঠাগুলো ধারণ করে মহাকালের অসংখ্য কাহিনি।

উপমহাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা

উত্তরাংশ : এর উত্তরে রয়েছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয়, কারাকোরাম ও হিন্দুকুশ—যা প্রাকৃতিকভাবে একে মধ্য-এশিয়া থেকে আলাদা করার ভূমিকা রেখেছে।

এখানে হিমালয় পর্বতশ্রেণি প্রাকৃতিক প্রহরীর মতো বুক টান করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আকাশের সঙ্গে কথা-বলা বরফের টুপি-পরা শৃঙ্গগুলো যেন প্রাকৃতিক প্রহরার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। এই পর্বতটি যেন পৃথিবীর মাথা। এখান থেকে বহমান সিন্ধু, গঙ্গা ও অন্যান্য নদ-নদী তাদের ঢেউয়ের তালে লক্ষ-কোটি পানপাত্র নিয়ে পাঞ্জাব, সিন্ধ, দোয়াব ও পূর্ব-ভারতীয় মাঠঘাট হয়ে বয়ে চলে এবং হাজার হাজার একর জমিতে জল সিঞ্চন করে সেগুলোকে উর্বর করে রেখে যায়। ওই বিস্তীর্ণ

মাঠগুলোকে দেখতে সবুজের গালিচার মতো মনে হয়। যেখানে ফসলের খেত শীষের আকারে সোনা ফলায়—যা কৃষকের স্বপ্নকে করে তুলে রঙিন।

পূর্বাংশ : পূর্বে উপমহাদেশের সীমারেখা মিয়ানমার (বার্মা) ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশ স্পর্শ করে।

পশ্চিমাংশ : উপমহাদেশের পশ্চিম সীমান্তে থর মরুভূমির ভাঁজে ভাঁজে বালি যেন হলুদাভ বিছানা বিছিয়ে রেখেছে। সেখানে বালিয়াড়িগুলো সময়পরিক্রমায় আপন জায়গা বদলাতে থাকে। তবে রান অব কচ্ছের জলাভূমি প্রাকৃতিকভাবেই সিন্ধের নিরাপত্তার দায়িত্ব আদায় করে থাকে। ওদিকে কোহ-ই-সুলাইমান পর্বতশ্রেণি পশ্চিম-এশিয়ার হামলাকারীদের জন্য যেন কুদরতি প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একইভাবে বেলুচিস্তানের মালভূমি একে পারস্য থেকে আলাদা করে থাকে।

দক্ষিণাংশ : দক্ষিণ দিকে অঞ্চলটি ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। যেখানে পশ্চিমে আরব সাগর এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগরের সীমারেখাকে সামুদ্রিক আকার দিয়ে থাকে। ওই উপকূলীয় এলাকা ভারত মহাসাগর থেকে উঠে আসা লোনা বাতাস দ্বারা আন্দোলিত হয়ে থাকে। সাগরের ঢেউ যেন ক্লান্ত মুসাফিরের মতোই উপকূলে আছড়ে পড়ে; এরপর সেখানকার বালিতে চুমু খেয়ে আবার সাগরে ফিরে যায়। উপকূলীয় অঞ্চলের ডানে-বামে থাকা আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর যেন উপমহাদেশীয় সালতানাতকে কুদরতি প্রহরা দিয়ে থাকে।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

উপমহাদেশের হিমালয়ান অঞ্চল একটি স্পর্শকাতর এলাকা। এখানে সতত ভূমিকম্প ও ভূ-পরিবর্তন ঘটে থাকে। উত্তরের বিশাল এলাকা, যাকে ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি বলা হয়, তা হচ্ছে পৃথিবীর উর্বরতম অঞ্চল। জায়গাটি সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি ও পলি দ্বারা গঠিত। এখানকার পানি-ব্যবস্থাপনা এই নদী-তিনটির ওপর নির্ভরশীল। আবার নদী-তিনটির বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি অসংখ্য উপনদীর অবদানের ওপর নির্ভরশীল।

দক্ষিণে উপকূলের দিকে আগ্নেয় শিলায় গঠিত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি একটি দানবাকৃতির ঢালের মতো বিস্তৃত হয়ে আছে। যে পাথরগুলোর ভেতরে রয়েছে প্রাচীন সভ্যতার আওয়াজ এবং ইতিহাসের অজানা অসংখ্য কাহিনি। এর সীমারেখা পূর্ব ও পশ্চিমে ঘাটের (Ghats) পর্বতশ্রেণি থেকে সূচিত।

ভূখণ্ডটির আবহাওয়া মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত। ওই বাতাস বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে উক্ত ভূখণ্ডে পানি জোগান দেওয়ার বড় একটি মাধ্যম।

উপমহাদেশের মৌসুম যেন কোনো মহান শিল্পাচার্যের আঁকা অবিস্মরণীয় চিত্র। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ঝরা বৃষ্টির কণাগুলো যেন আকাশ থেকে মুক্তো হয়ে ঝরে তৃষ্ণার্ত ভূমিকে পরিতৃপ্ত করে থাকে।

এর উত্তরের পার্বত্যাঞ্চল অত্যন্ত হিমশীতল। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর তুষারপাতের প্রাণকাড়া দৃশ্য উপভোগের জন্য পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে।

বিপরীতে পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে তীব্র গরম পড়ে থাকে এবং তা এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

পূর্বাঞ্চল—বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সেখানকার আবহাওয়া থাকে অনেকটা ভারসাম্যপূর্ণ।

গোটা এলাকা ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দরুন যেন সাতরঙা রংধনুর মতো একটি আরেকটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের ফলে এখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতিও হয়েছে বিচিত্র। এটি মূলত কুদরতের পক্ষ থেকে একটি উপহার; যার কোণায় কোণায় প্রকৃতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইতিহাস মিলে এক অনিন্দ্য সুন্দর পরিবেশের দৃশ্যায়ন ঘটিয়েছে।

উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

উপমহাদেশের ইতিহাস হাজার বছর পুরোনো। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে—প্রাপ্ত প্রত্ন-উৎসের আলোকে বোঝা যায়, এখানে মানুষের অধিবাসের ইতিহাস কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছর প্রাচীন। মধ্য-হিন্দুস্তানের উর্বর ভূমিতে কৃষিজীবী প্রাচীন জাতিকে বলা হতো 'দ্রাবিড়'। সেকালের কোনো গ্রহণযোগ্য ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন শিলালিপি ও হিন্দুদের ধর্মীয় বই-পুস্তক থেকে খ্রিষ্টপূর্ব দুই থেকে আড়াই হাজার বছরের কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এখানকার লোকজন পেশায় ছিল কৃষক। খোদাইয়ের ফলে ভগ্নস্তূপ থেকে পাওয়া মুদ্রায় দেবদেবীদের ছবি দৃষ্টে অনুমিত হয়, এরা ছিল মূর্তিপূজারি। ওই সভ্যতা খ্রিষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে বড় কোনো ভূমিকম্পে কিংবা বন্যার ফলে হঠাৎ বিলীন হয়ে গেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে মধ্য-এশিয়া থেকে আর্যরা এখানে এসে বসতি গড়েছিল। তারা গবাদি পশুর খাদ্যাভাবের দরুন বাধ্য হয়ে ইরান ও আফগানিস্তান হয়ে উপমহাদেশের পাঞ্জাবে এসে প্রবেশ করে। এরপর স্থানীয়দের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এখানে তাদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে নেয়। স্থানীয় অসংখ্য মানুষকে হত্যার পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক মানুষকে গোলাম বানিয়ে নেয়।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(ঊনবিংশ খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
আবদুর রশীদ তারাপাশী
মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

খিলজি বংশ

সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ খিলজি ২৫
খিলজিদের পরিচয় ২৫

জালালুদ্দিন খিলজি : এক নতুন যুগের সূচনা ২৫
পদ বণ্টন ২৭
সুলতানের দিল্লি আগমন এবং কৌশিক লাল মহলে প্রবেশ ২৭
মালিক চুজোর বিদ্রোহ : সুলতানের নম্রতা ও সদাচরণ ২৯
ঠগ ও লুটেরাদের সঙ্গে আচরণ ৩১
সুলতানের বিরুদ্ধে আমিরদের আঁতাঁত ৩২
সায়্যিদি মাওলার ঘটনা ৩২
রাজপুতানার অভিযান ৩৫
তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৩৬
মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ ৩৮
মান্দাওয়ার অভিযান ৩৮
দেবগিরি জয় ৩৯
আলি গেরশাস্পের চক্রান্ত : সুলতান হত্যা ৪২

একনজরে সুলতান জালালুদ্দিন খিলজির চরিত্র ৪৮
দয়া ও ক্ষমা ৪৮
নির্মাণশিল্পের প্রতি আগ্রহ ৪৯
জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ ৪৯
জুলুমের পরিণতি ৫০

রুকনুদ্দিন ইবরাহিম (কদর খান) ৫২
মালিকার ভুল সিদ্ধান্ত : রুকনুদ্দিন ইবরাহিমের মসনদের আরোহন ৫২
আলি গেরশাস্পের আক্রমণ এবং রাজনৈতিক দয়া ৫২
পরিস্থিতি নাগালের বাইরে ৫৩
রুকনুদ্দিন ইবরাহিমের পলায়ন ৫৩

সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ৫৪
আলাউদ্দিনের ব্যক্তিত্ব ৫৪
নতুন পদ বণ্টন ৫৫

আলাউদ্দিন খিলজিকে যেসব অভিযানের মুখোমুখি হতে হয় ৫৭
জালালুদ্দিন খিলজির পরিবারের ওপর দমন-পীড়ন ৫৮
রাজকোষকে শক্তিশালী করা ৫৯

সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ৬১
গুজরাট বিজয় ৬১
নওমুসলিম মোঙ্গলদের বিদ্রোহ এবং নুসরাত খানের জুলুমবাজি ৬২
রনথম্বপুর অভিযান : সুলতানের ওপর প্রাণঘাতী হামলা ৬৩
আলমাস বেগের মৃত্যু ৬৫
হাজি মাওলার বিদ্রোহ ৬৬
চতুড় বিজয় ৬৭
রানি পদ্মাবতীর বাহাদুরি ৬৮
গুজরাট পুনরুদ্ধার : আলপ খানের শাসন ৬৯

মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধ ৭১
মোঙ্গলদের প্রথম আক্রমণ : জলন্ধরের যুদ্ধ ৭১
সেহওয়ানের যুদ্ধ ৭২
মোঙ্গলদের দ্বিতীয় আক্রমণ : দিল্লির বাইরে 'কিলি' যুদ্ধ ৭৩
মোঙ্গলদের তৃতীয় হামলা : দিল্লির পাশে মোর্চাবন্দি অবস্থায় যুদ্ধ ৭৫
নতুন প্রতিরোধ ব্যবস্থা ৭৭
আলাউদ্দিনের পথভ্রষ্টতা এবং তা থেকে প্রত্যাবর্তন ৭৭
মোঙ্গলদের চতুর্থ হামলা : বারনের (বুলন্দশহর) যুদ্ধ ৮১
মোঙ্গলদের পঞ্চম হামলা : আমরুহার যুদ্ধ ৮২
গুজরাটে মোঙ্গলদের হামলা ৮৩
মোঙ্গলদের ষষ্ঠ হামলা ৮৩

দক্ষিণ হিন্দুস্তানে বিজয়ধারা ৮৫
বারাঙ্গল অভিযান ৮৫
মালওয়া ও উজ্জয়িনী বিজয় ৮৬
নতুন করে দেবগিরী পদানত ৮৬
দক্ষিণ হিন্দুস্তানে আরও কিছু আক্রমণ : বারাঙ্গল বিজয় ৮৭
ধুর সমুদ্র ও মাবারি পদানত ৮৮

প্রশাসনিক পরিবর্তন ৯০
বিদ্রোহ বন্ধ করার জন্য কঠিন শাস্তি ৯১
কাজি মুগিসের সাথে কথোপকথন ৯৪

আলাউদ্দিন খিলজির জীবনের শেষ বছর এবং তার পতন ৯৯
দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম হিন্দুস্তান অভিযানে মালিক কাফুর ৯৯
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম হিন্দুস্তান নিয়ে আলাউদ্দিনের কৌশল ৯৯
নওমুসলিম মোঙ্গলদের গণহত্যা ১০০
একটি বিপথগামী দলের গণহত্যা ১০১
কেন বিগড়ে গেলেন সুলতান আলাউদ্দিনের ছেলে ১০২
যুবরাজ খিজির খান এবং দেভালদির (দীপাবলি) প্রেমের কাহিনি ১০৩
আলাউদ্দিনের মেজাজের রুক্ষতা বৃদ্ধি ১০৪
রাজপরিবারের সাথে মালিক কাফুরের দ্বন্দ্ব ১০৪
আলাউদ্দিনের অসুস্থতা ১০৫
খিজির খানকে যুবরাজ পদ থেকে অব্যাহতি : আলপ খানকে হত্যা ১০৬
খিজির খানের বন্দিত্ব ১০৭
আলাউদ্দিনের মৃত্যু ১০৮

আলাউদ্দিনের কর্মকাণ্ড এবং একনজরে তার শাসনকাল ১০৯

আলাউদ্দিনের অবদান ১০৯
নির্মাণশিল্পে উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ ১১০
শান্তি ও স্থিতিশীলতা ১১০
মর্যাদাবান উলামায়ে কেরামের আধিক্য ১১১
আলাউদ্দিন খিলজি সম্পর্কে আল্লামা বারনির পর্যালোচনা ১১১
আলাউদ্দিন খিলজি এবং পদ্মাবতীর উপাখ্যান ১১২

শিহাবুদ্দিন উমর ১১৫
কাফুরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং শাহজাদাদের ওপর জুলুম ১১৫
মুবারক শাহকে হত্যার ব্যর্থ পরিকল্পনা এবং কাফুরের পরিণতি ১১৬

কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ খিলজি ১১৭
মুবারক শাহর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ ১১৭
খসরু খান ও হুসামুদ্দিনের সাথে মুবারক শাহর প্রেমের সম্পর্ক ১১৮
গুজরাটের বিদ্রোহ ও নতুন ব্যবস্থাপনা ১২০
দেবগিরি সফর ১২০
নিরপরাধ লোকজনকে হত্যা ১২১
ভাইকে হত্যা ১২২
বিদ্রোহের আশঙ্কায় দুজন নায়েবকে হত্যা ১২২
বিদ্রোহের শাস্তি মাত্র একটি চড় ১২২
কিছু উত্তম পদায়ন ১২৩
দেবগিরি হয়ে গেল কুতুবাবাদ ১২৪
মুবারক শাহের না-মুবারক আচরণ ১২৪
খাজা নিজামুদ্দিন আওলিয়া রহ.-এর অবমাননা ১২৫

খসরু খানের বিজয় ও চক্রান্তসমূহ ১২৭
মাবারিতে থাকাবস্থায় খসরু খানের বিদ্রোহী তৎপরতা ১২৭
খসরু খানের চক্রান্ত ফাঁস : বাদশাহকে অবগতি ১২৮
বাদশাহকে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষেত্রে খসরু খানের সফলতা ১২৮
খসরু খানের ওপর মুবারক শাহর অন্ধ বিশ্বাস ১২৯
শাহি মহলের চাবিও খসরুর হাতে ১৩০
বাদশাহর ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি : কাজি খান কর্তৃক বাদশাহকে সতর্ককরণ ১৩০
অদ্ভূত মাদকীয় এক প্রাণঘাতী রাত ১৩১
যে কারণে আলাউদ্দিন খিলজির সন্তানদের এই পরিণতি ১৩৩

খসরু খান ১৩৫
খসরু খানের মসনদে আরোহণ ১৩৫
আমিরদের নীরবতা : শাহজাদিদের সম্ভ্রমহানি ১৩৫
আলায়ি শাহজাদাদের হত্যা ১৩৬
নতুন পদ বণ্টন ১৩৬

হিন্দুদের ওপর রাজভান্ডার উজাড় করে দেওয়া ১৩৭
ইসলামি নিদর্শনসমূহ ভূলুণ্ঠিত ১৩৭
গাজি মালিকের প্রস্তুতি : নীরব যোগাযোগ ১৩৯
মালিক জুনার পলায়ন ১৪০
গাজি মালিকের সাথে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর আমিরগণের জোট ১৪১
দিল্লি অভিমুখে গাজি মালিকের অগ্রযাত্রা ১৪২
সিরসার যুদ্ধ ১৪২
দিল্লির যুদ্ধ ১৪৩

খিলজি-রাজত্ব পতনের কারণসমূহ ১৪৬
১. আলাউদ্দিন খিলজির দুর্বল উত্তরাধিকারী ১৪৬
২. দরবার কক্ষে চক্রান্ত : আমিরদের ভেতর অশান্তি ১৪৬
৩. বংশপূজা : অতুর্কি আমিরদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য ১৪৬
৪. কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক শহরগুলোতে বিদ্রোহ ১৪৭
৫. অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ ১৪৭
৬. সহায়তা থেকে বঞ্চিত জনগণ ১৪৭
৭. হিজড়াদের ওপর মাত্রাহীন ভরসা ১৪৭

তুগলক বংশ

তুগলক কারা ছিল ১৫১

গিয়াসুদ্দিন তুগলক ১৫৩
গাজি মালিকের দিল্লিতে প্রবেশ ১৫৩
বিনয় ও নম্রতা : রাজত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি ১৫৩
বাহরাম আইবারকে রাজত্ব গ্রহণের অনুরোধ ১৫৪
যখন গাজি মালিক হলেন সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুগলক ১৫৫

গিয়াসুদ্দিন তুগলক : শাসনক্ষমতা ও চরিত্র ১৫৬
ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে গিয়াসুদ্দিন তুগলক ১৫৬
পদবিসমূহ পুনর্বণ্টন ১৫৮

গিয়াসুদ্দিন তুগলকের শাসনামলের বৈশিষ্ট্য ১৫৯
শক্তিশালী প্রতিরোধব্যবস্থা ১৫৯
অর্থনৈতিক সংস্কার ১৫৯

গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহ ১৬১
মোঙ্গলদের একটি ব্যর্থ অভিযান ১৬১
দাক্ষিণাত্য ও তেলেঙ্গানার প্রথম অভিযান ১৬১
তেলেঙ্গানায় দ্বিতীয় অভিযান ও বিজয় ১৬৪
বাঙালা বিজয় : নতুন করে দিল্লির সাথে লখনৌতি ও সোনারগাঁওয়ের সংযুক্তি ১৬৫
তেরহাট দুর্গ দখল ১৬৬
সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুগলকের ইন্তেকাল ১৬৭
গিয়াসুদ্দিন তুগলকের ইন্তেকালের তারিখ ১৬৮

সংস্কার ও সাফল্য ১৬৯
ইতিহাসবিদ ফিরিশতার দৃষ্টিতে সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুগলক ১৭১

সুলতান মুহাম্মাদ তুগলক ১৭৩
ঘটনাবলির ক্রমধারা ১৭৪
নতুন পদ-বণ্টন ১৭৪

দৌলতাবাদ (কুব্বাতুল ইসলাম) ১৭৬
মুদ্রার উলটো পিঠ ১৭৬
রাজধানী পরিবর্তনের ইতিহাস ১৭৮
দৌলতাবাদ যাওয়ার জন্য সুযোগ-সুবিধা ১৭৯
দৌলতাবাদের জনবসতির প্রতি মনোযোগ ১৮০

মুহাম্মাদ তুগলকের গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহ ১৮১
দক্ষিণ-হিন্দুস্তানে গেরশাস্পের বিদ্রোহ এবং দমন : ৭২৭ হিজরি ১৮১
কন্ধানা বিজয় : ৭২৮ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে ১৮৩
কিশলু খানের বিদ্রোহ : ৭২৮ হিজরি ১৮৩
গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর শাহর বিদ্রোহ : ৭২৮ হিজরি ১৮৬
অস্থায়ীভাবে দিল্লিতে দুই বছর বসবাস : ৭২৯-৭৩০ হিজরি ১৮৬
মোঙ্গলদের হামলা : ৭২৯ হিজরি ১৮৬
দোয়াবে গণহত্যা : ৭৩০ হিজরি ১৮৭
দক্ষিণ হিন্দুস্তানে নতুন করারোপ ১৮৮

প্রথম দুর্ভিক্ষ (৭৩১-৭৩৪ হিজরি) ১৮৯
পানি সেচের জন্য অনুদান ১৯০

দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি, দৌলতাবাদ থেকে প্রত্যার্বনের সিদ্ধান্ত এবং নতুন পদায়ন ১৯০
সুলতানের মাতা এবং উজিরের দিল্লি আগমন ১৯১
রাজধানী দৌলতাবাদ থেকে পুনরায় দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন : ৭৩৫ হিজরি ১৯১

দূরবর্তী লক্ষ্য ও ব্যর্থ অভিযান ১৯৩
ইরাক ও মধ্য-এশিয়া পদানত করার পরিকল্পনা : ৭৩৭ হিজরি ১৯৩
চীন পদানত করার স্বপ্ন এবং বিপুল পুঁজি নষ্ট : ৭৩৮-৭৩৯ হিজরি ১৯৩

বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা ১৯৫
বাঙালায় বিদ্রোহ : ৭৩৭-৭৪০ হিজরি ১৯৫
দক্ষিণ হিন্দুস্তানে সাইয়েদ আহসানের বিদ্রোহ : ৭৩৯ হিজরি ১৯৭
সুলতানের দিল্লি থেকে গুজরাটে গমন : জুমাদাল উলা ৭৩৯ হিজরি ১৯৮
লাহোরে বিদ্রোহ : ৭৩৯ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে ১৯৮
মহামারির কারণে সুলতানের ব্যর্থ বারাঙ্গল অভিযান : ৭৩৯ হিজরির শেষ দিকে ১৯৯

দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ : ৭৩৯ হিজরির মাঝামাঝি থেকে ৭৪১ হিজরির শেষ পর্যন্ত ২০১
শাহু লোধিকে দমন : ৭৪০ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে ২০২
দুর্ভিক্ষের ধংসযজ্ঞ এবং সুলতানের গৃহীত পদক্ষেপ : ৭৪০ হিজরির মাঝামাঝি ২০৩
সুনাম ও সামানার দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসন : ৭৪০ হিজরির মাঝামাঝি ২০৪
সুরগ দুয়ারিতে শিবির : ৭৪০ হিজরির শেষাংশ ২০৫
আইনুল মুলকের বিদ্রোহ : ৭৪১ হিজরির মাঝামাঝি ২০৬
ট্যাক্স মওকুফ এবং ইনসাফের কাচারি : ৭৪১ হিজরি ২১০
দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি এবং সালার মাসউদ গাজির মাজারে হাজিরা ২১১
সুলতানের দিল্লি প্রত্যাবর্তন : জিলকদ ৭৪১ হিজরি ২১১
শাইখ শিহাবুদ্দিন ইবনে আহমাদ জামকে হত্যা ২১২
ইবনে বতুতাকে তিরস্কার ২১৪
সুলতানের সেহওয়ান যাত্রা ২১৪
চীন সম্রাটের পক্ষ থেকে দূতিয়ালি ২১৫
আব্বাসি খলিফার দূতকে স্বাগত জানানো : ৭৪৪ হিজরি ২১৬

বিদ্রোহের অন্তহীন ধারাবাহিকতা ২১৮
উত্তর পাঞ্জাবে বিদ্রোহ ২১৮

নেজাম মায়িনের বিদ্রোহ : ৭৪৫ হিজরি ২১৮
গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ ২১৯
দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণ নায়েকের বিদ্রোহ : ৭৪৫ হিজরি ২১৯
বেদরে (দাক্ষিণাত্য) নুসরাত বেগের বিদ্রোহ : ৭৪৬ হিজরি ২১৯
আমিরানে সাদাহ এবং আলি শাহর বিদ্রোহ : ৭৪৬ হিজরি ২২০
দাক্ষিণাত্যের নতুন ব্যবস্থাপনা ২২১
নওমুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ পদায়ন ২২১
গুজরাটে আফগান ও আমিরানে সাদাহর বিদ্রোহ ২২২
সুলতানের গুজরাট সফর : ৭৪৮ হিজরি ২২৪
আল্লামা বারনি এবং সুলতান মুহাম্মাদ তুগলকের মধ্যে কথোপকথন ২২৫
মারা গেলেন গুজরাটের শাসক আজিজ খিমার ২২৬
বিদ্রোহীদের ওপর সুলতানের বিজয় ২২৭
দৌলতাবাদেও আমিরানে সাদাহর বিদ্রোহ : ৭৪৯ হিজরি ২২৮
আমিরানে সাদাহর সাথে ভারুচের যুদ্ধ : ৪৭৯ হিজরি ২২৮
মালিক তগির বিদ্রোহ : ৭৪৯ হিজরি ২২৯
সুলতান এবং আল্লামা জিয়াউদ্দিন বারনির মধ্যে কথোপকথন ২৩০
গুজরাটে অবস্থান : ৭৫০ হিজরি ২৩২
মালিক তগিকে ধাওয়া : কারনাল থেকে সিন্ধু পর্যন্ত ২৩৩
সুলতানের অসুস্থতা : দিল্লি থেকে শাহি অভিজাত ব্যক্তিদের আগমন ২৩৩
শেষ সফর ও পরকালযাত্রা ২৩৪
ফিরোজ শাহ তুগলগকের উত্তরাধিকার : একটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত ২৩৫
পতনের কারণসমূহ ২৩৬

সুলতান মুহাম্মাদ তুগলকের চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ২৩৮

সুলতানের রুক্ষ আচরণ ২৩৯
হাতি দ্বারা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ভয়ানক পদ্ধতি ২৪০
এক কারামতওয়ালা বুজুর্গকে হত্যা ২৪১
ফারগানার নেতাকে হত্যা ২৪১
দুই নিরপরাধ যুবককে হত্যা ২৪১
একটি বাক্যের জন্য তিনজন আলেমকে মৃত্যুদণ্ড ২৪২

সুফি সাধকদের পর্যুদস্ত করার চেষ্টা ২৪৩
শাহ রুকনে আলম রহ.-এর পৌত্রের সঙ্গে অমানবিক আচরণ ২৪৪

জুলুমবাজির এক বিস্ময়কর কাহিনি ২৪৫

উলামা-মাশাইখ থেকে সেবা গ্রহণের মাধ্যমে হত্যার নিশানা বানানো ২৪৬
দুই সিন্ধি ফকিহ থেকে জোরপূর্বক না হওয়া অপরাধের স্বীকৃতি আদায় ২৪৭
বেত্রাঘাত খেতে খেতে নিহত খতিবুল খুতাবা ২৪৮
জুলুমকে বৈধতা দেবার ক্ষেত্রে আলেমদের জড়ানোর চেষ্টা ২৪৮
শাইখ নাসিরুদ্দিন চেরাগে দিল্লি রহ.-এর সম্মানহানি ২৪৯
মুহাম্মাদ তুগলকের জুলুমবাজির ওপর পর্যালোচনা ২৪৯

সুলতানের ধর্মীয় প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ২৫১
মুহাম্মাদ তুগলকের বিস্ময়কর ধারণাসমূহ ২৫২
সুলতান ধার্মিক নাকি অবাধ্য ছিলেন? ২৫৩

কিছু ব্যর্থ পরিকল্পনা ২৫৫
প্রতীকী মুদ্রা ২৫৫
আমিরকোহি বিধিবিধান ২৫৭

দৌলতাবাদ প্রসঙ্গ এবং চিন্তনীয় কয়েকটি দিক ২৫৮
দিল্লির সকল মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়নি ২৫৮
দৌলতাবাদের বিস্তৃতি দিল্লির সমান হওয়া অসম্ভব ২৬০
জনসংখ্যা স্থানান্তরের উদ্দেশ্য ২৬১
দিল্লিতে বাইরের মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা ২৬২
ইবনে বতুতার সাক্ষ্য ২৬৩
দৌলতাবাদ ও কুব্বাতুল ইসলামের নির্মাণ পূর্ণতা পায়নি ২৬৩
ইতিহাসবিদদের বর্ণনায় আবেগের প্রাধান্য ২৬৬
দৌলতাবাদে জোরপূর্বক হিজরত করানোর উপকারিতা ২৬৭

কীর্তি, শান-শওকত এবং ইতিবাচক গুণাবলি ২৬৮
রাষ্ট্রপরিচালকদের নির্বাচন এবং পারস্পরিক আস্থা-বিশ্বাস ২৬৯
দরবারের শান-শওকত ২৭০
ইলমি সমাবেশ, জিয়াফত ও শিকার ২৭১
ডাকব্যবস্থার উন্নতি ২৭২
সাদাসিধে চালচলন এবং জনতার সাথে কম দূরত্ব বজায় রাখা ২৭৩
বংশীয় আমিরদের প্রতি ঘৃণা এবং বিদেশি অভিজাতদের সাথে হৃদ্যতা ২৭৩
অমুসলিমদের সঙ্গে নম্র আচরণ ২৭৫

সমৃদ্ধি ২৭৫
গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়তা ২৭৫
মদপানে নিষেধাজ্ঞা এবং পান পাতার সাধারণ ব্যবহার ২৭৬
কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহর মাজার নির্মাণ ২৭৬
অন্তহীন বদান্যতা ২৭৭
ন্যায়বিচার ২৭৮
মাত্রাহীন ধীশক্তি এবং প্রখর বুদ্ধিমত্তা ২৭৯
শেষকথা ২৮০

ফিরোজ শাহ তুগলক ২৮২
যেভাবে মসনদে আসীন হলেন ২৮২
প্রথম সংকট : খাজা জাহাঁ আহমাদ আয়াজের বিদ্রোহ ২৮৫
এক অপ্রত্যাশিত যুগের সূচনা ২৮৬

সুলতান ফিরোজ শাহর আমিরগণ ২৮৮
মালিক মকবুল : মালিক বশির ২৮৮
মালিক তাতার খান ২৮৮
আরও কজন গুরুত্বপূর্ণ আমির ২৮৯

চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ২৯০
প্রথম পদক্ষেপ : আইন পরিবর্তন ২৯০
দ্বিতীয় পদক্ষেপ : ঋণ মাফ ২৯১
তৃতীয় পদক্ষেপ : মজলুমদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ২৯১
চতুর্থ পদক্ষেপ : বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া ২৯২
নতুন রাজধানী ফিরোজাবাদ নির্মাণ ২৯২
জনতার সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও দয়া ২৯৩
শাহজাদি খোদাওন্দজাদাহর চক্রান্ত এবং সুলতানের অনুগ্রহ ২৯৪

ফিরোজ শাহর অভিযানসমূহ ২৯৭
বাঙালার প্রথম অভিযান ২৯৭
আব্বাসি খলিফার পক্ষ থেকে সালতানাতের সনদ ২৯৮
মোঙ্গলদের হামলা ২৯৯
বাঙালায় দ্বিতীয় অভিযান ২৯৯
জাজনগর (ওড়িশা) অভিযান ৩০০
নগরকোট অভিযান ৩০১

ঠাট্টায় প্রথম অভিযান ৩০২
ঠাট্টা থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিপর্যস্ত সফর ৩০২
ঠাট্টায় দ্বিতীয়বার অভিযান ৩০৪
ফিরোজ শাহ তুগলকের সংস্কার ও কৃতিত্ব ৩০৬
জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ ৩০৬
অবৈধ ট্যাক্স বিলুপ্তি ৩০৭
ন্যায়-ইনসাফ ৩০৭
দেওয়ানে খাইরাত (উপযুক্ত মেয়েদের বিবাহে সহায়তা-সংক্রান্ত দফতর) ৩০৭
আলেম, কারি ও হাফেজদের জন্য ভাতা ৩০৮
গরিব ও অসহায়দের জন্য বাজেট ৩০৮
বন্দিদের ওপর দয়া ও অনুগ্রহ ৩০৮
সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য পেনশন ৩০৯
কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতি ৩০৯
কৃষি ও ফল-ফুলের চাষ ৩০৯
সেচব্যবস্থা ৩১০
অর্থনৈতিক উন্নয়নে গোলামদের ব্যবহার ৩১০
কারিগরি ও পেশা ৩১১
দারিদ্র্য বিমোচন এবং বেকার সমস্যার সমাধান ৩১২
জিনিসপত্রের মূল্যহ্রাস ও সুখ-সমৃদ্ধি ৩১২
নির্মাণশিল্পে অবদান ৩১৩
ধর্মীয় নির্মাণকর্ম ৩১৩
জাতীয় ও প্রজাবান্ধব প্রকল্প ৩১৪
বস্তি ও শহর নির্মাণ ৩১৪
শান-শওকত প্রকাশের পরিকল্পনা ৩১৪
দিল্লিতে সম্প্রসারণমূলক নির্মাণকর্ম ৩১৫
হাসপাতাল ৩১৫
খানকাহ ও মুসাফিরখানা ৩১৫
মসজিদ নির্মাণ, সংস্কার এবং আবাদ করা ৩১৬
নির্মাণকাজে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ৩১৬
অশোক স্তম্ভ ৩১৭

জ্ঞান ও শিল্পকলার বসন্ত ৩১৮
মাদরাসায়ে ফিরোজ শাহি ৩১৮
ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া ৩১৯
ইতিহাসগ্রন্থ রচনা ৩১৯
প্রাচীন কিতাবাদির অনুবাদ ৩১৯
গোলামরা হয়ে ওঠেন শীর্ষশ্রেণির মানুষ ৩২০
থালা ঘণ্টা ৩২০
প্রত্নতত্ত্ব ৩২০
জাদুঘর ৩২১

শরিয়া আইন জারি ৩২২
রাফিজিদের ওপর বিধি-নিষেধ ৩২২
আবাহিয়া নামের শয়তানি ফিরকা দমন ৩২২
নবী অবমাননার শাস্তি ৩২৩
নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদারকে মৃত্যুদণ্ড ৩২৩
খোদা দাবিদারের পরিণতি ৩২৪
মাজারে ভণ্ডামির কাজে বাধা প্রদান ৩২৪
নতুন মন্দির নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা ৩২৪
সোনা-রুপা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ৩২৪
প্রাণীর ছবি আঁকা ও সংরক্ষণে নিষেধাজ্ঞা ৩২৫
ব্রাহ্মণদের থেকে জিজিয়া গ্রহণ ৩২৫
ইসলামের প্রচার-প্রসার ৩২৫
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ৩২৬

ফিরোজ শাহ তুগলকের জীবনের শেষ কয়েকটি বছর ৩২৭
উজির মালিক মকবুল খান জাহাঁর ইন্তেকাল ৩২৭
জুফর খানের ইন্তেকাল ও গুজরাটে বিদ্রোহ ৩২৭
শাহজাদা ফতেহ খানের ইন্তেকাল ৩২৭
হিন্দু চৌধুরি ও রাজপুতদের বিদ্রোহ ৩২৯
খান জাহাঁ সানি এবং শাহজাদা মুহাম্মাদ খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ৩৩০
পিতার সাথে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে শাহজাদার অস্বাভাবিক কৌশল ৩৩০
উজির জাহাঁ সানির পলায়ন ৩৩১
ভারপ্রাপ্ত শাসক মুহাম্মাদ খান (সুলতান নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ) : ৭৮৯

হিজরি ৩৩১
উজির খান জাহাঁ সানির করুণ পরিণতি ৩৩১
দিল্লির সালতানাত থেকে গুজরাটকে পৃথক্‌করণ ৩৩২
প্রতিরক্ষামন্ত্রী বশিরের বিশ্বাসঘাতকতা ৩৩২
ফিরোজি দাসদের বিদ্রোহ ৩৩৩
ইন্তেকাল ৩৩৪
একটি দুর্বলতা ৩৩৪

ফিরোজ শাহের উত্তরাধিকারী ও অরাজকতা ৩৩৫
ফিরোজ শাহের পর যেসব কারণে সালতানাতের পতন ঘটেছিল ৩৩৫
অরাজকতার নেতিবাচক প্রভাব ৩৩৬

তুগলক শাহ সানি, গিয়াসুদ্দিন ৩৩৮

আবু বকর শাহ বিন যফর খান বিন ফিরোজ শাহ তুগলক ৩৩৯

মুহাম্মাদ খান, নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ বিন ফিরোজ শাহ তুগলক ৩৪১

আলাউদ্দিন সিকান্দার শাহ বিন মুহাম্মাদ শাহ ৩৪৩

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ বিন মুহাম্মাদ শাহ ৩৪৪
প্রশাসনিক বিন্যাস ৩৪৪
রাষ্ট্র পরিচালনায় দিল্লির নতুন নীতি এবং জৌনপুরের শারকি সালতানাতের ভিত্তি ৩৪৫
পাঞ্জাবে সারিং খানের বিজয় ৩৪৫
সাআদাত খান এবং দিল্লির নায়েবে সালতানাতের মধ্যকার যুদ্ধ ৩৪৬

নুসরাত খান (ফিরোজাবাদের সমান্তরাল শাসক) ৩৪৮
সাআদাত খানকে হত্যা এবং শাহজাদা নুসরাতের উত্থান ৩৪৮
ফিরোজাবাদ ও দিল্লির মধ্যে তিন বছরের যুদ্ধ ৩৪৯
সারিং খানের উত্থান ৩৪৯
সারিং খানের পরাজয় ৩৪৯
ইকবাল মল্লুর উত্থান এবং শাহজাদা নুসরাতের শাসনের অবসান ৩৫০
সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (অসহায় শাসক) এবং ইকবাল মল্লুর ক্ষমতা ৩৫০
ইকবাল মল্লুর হামলা এবং তাতার খানের গুজরাট প্রত্যাবর্তন ৩৫১

তৈমুর লং-এর হিন্দুস্তান আক্রমণ ৩৫৩
তৈমুরের পরিকল্পনা ৩৫৩
শাহজাদা পীর মুহাম্মাদের উচ আক্রমণ ৩৫৪
শাহজাদা পীর মুহাম্মাদের মুলতান ঘেরাও ৩৫৪
তৈমুরি বাহিনীর রওনা এবং আফগানিস্তানে লুটতরাজ ৩৫৫
ইয়াজদির বর্ণিত আরও কিছু তথ্য ৩৫৫
তালম্বা-তে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ধ্বংসযজ্ঞ ৩৫৬
নুসরাত খোখরের আক্রমণ এবং শাহনেওয়াজে শস্য ভস্মীভূতকরণ ৩৫৭
পৌত্র ও পিতামহের মিলন ৩৫৭
দেপালপুর এবং পাকপত্তনের অবস্থা : তৈমুরের দ্রুতগতি ৩৫৮
ভাটন অবরোধ ৩৫৮
রাজস্থান থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত তৈমুরের ধ্বংসলীলা ৩৬০
দিল্লির কাছে ৩৬১
যমুনার ওপারের লোনি কেল্লা ধ্বংস ৩৬১
তৈমুর ফিরোজাবাদে ৩৬২
ইকবাল খান মল্লুর আক্রমণ ও পিছু হটা ৩৬২
বন্দিদের গণহত্যা ৩৬২
দিল্লির সামনে চূড়ান্ত যুদ্ধ ৩৬৩
দিল্লি অবরোধ : প্রাণভিক্ষার ঘোষণা ৩৬৪
সাময়িক শান্তি এবং খিজির খানের আগমন ৩৬৪
দিল্লিতে কেয়ামতের ভয়াল দৃশ্য ৩৬৫
তৈমুরের দরবারি ইতিহাসবিদ ইয়াজদির বর্ণনা ৩৬৬
দরবারি ইতিহাসবিদদের বিবরণের ওপর পর্যালোচনা ৩৬৮
দিল্লিতে মহামারি ৩৬৯
তৈমুরের প্রত্যাবর্তন : মিরাঠে ধ্বংসযজ্ঞ ৩৬৯
দোয়াব থেকে শিভালিক পাহাড় পর্যন্ত ব্যাপক লুণ্ঠন ৩৭০
কাশ্মীরের সুলতান সিকান্দারের দুর্ভাগ্য ৩৭১
জম্মুর রাজার ইসলাম গ্রহণ ৩৭১
শিখা খোখরের ঘটনা ৩৭২
খিজির খানের পুনরায় উপস্থিতি এবং প্রতিনিধি নিয়োগ ৩৭৩
তৈমুর—সিন্ধু নদ থেকে সমরকন্দ পর্যন্ত ৩৭৩
তৈমুরি আক্রমণের পর উপমহাদেশের অবস্থা ৩৭৪

তৈমুরি ইতিহাসবিদদের অসার দাবি ৩৭৪

অরাজকতার চরম রূপ ৩৭৬
খণ্ড-বিখণ্ড সাম্রাজ্যের চালচিত্র ৩৭৬
শাহজাদা নুসরাত খানের দিল্লি দখল ও পলায়ন ৩৭৭
ইকবাল মল্লুর উত্থান ৩৭৮

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (দ্বিতীয়বার) ৩৭৯
সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ও ইকবাল মল্লুর মধ্যে বিরোধ ৩৭৯
ইকবাল মল্লুর পরিণতি ৩৮০
সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ পুনরায় দিল্লির সিংহাসনে ৩৮০
তৈমুরের শেষ অভিযানসমূহ, মৃত্যু ও শাহরুখ মির্জার শাসন ৩৮০
দৌলত খান দবির এবং খিজির খানের বিরোধ ৩৮১
খিজির খানের দিল্লি আক্রমণ ৩৮২
সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ তুগলকের মৃত্যু ৩৮২

দৌলত খান দবির ৩৮৩

একনজরে তুগলক শাসনামলের প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ৩৮৪

তুগলক বংশের পতনের কারণসমূহ ৩৮৭
১. মুহাম্মাদ তুগলকের কিছু অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত ৩৮৭
২. ফিরোজ শাহ তুগলকের কিছু অনুচিত পদক্ষেপ ৩৮৮

সাইয়েদ বংশ (খিজির বংশ)

খিজির খান ৩৯৩
দৌলত খান দবির ও খিজির খানের দ্বন্দ্ব ৩৯৩
খিজির খানের শাসনের সূচনা ৩৯৪
নতুন প্রশাসনিক বিন্যাস ৩৯৪
সাইয়েদ হওয়ার কাহিনি যে কারণে প্রচার করা হলো ৩৯৫
বিদ্রোহ ও অভিযানসমূহ ৩৯৫
খিজির খানের মৃত্যু ৩৯৬

মুবারক শাহ বিন খিজির খান ৩৯৭
অবিরাম অভিযানসমূহ ৩৯৭
মুবারক শাহের হত্যাকাণ্ড ৪০০

মুবারকাবাদ শহর ৪০১
তারিখে মুবারক শাহি ৪০১
মুবারক শাহের শাসনামলের ওপর এক নজর ৪০২

মুহাম্মাদ শাহ বিন ফরিদ খান বিন খিজির খান ৪০৩
সরওয়ারুল মুলকের উত্থান ও পতন ৪০৩
মুহাম্মাদ শাহের পুনরায় রাজ্যাভিষেক এবং পদের নতুন বণ্টন ৪০৪
দিল্লির বাহিনী এবং সেরহিন্দের আফগানদের মধ্যে সংঘাত ৪০৪
বাহলুল লোধির সেরহিন্দ দখল এবং দিল্লির বাদশাহর সাথে চুক্তি ৪০৬
মালবের শাসক মাহমুদ খান খিলজির দিল্লি আক্রমণ ৪০৭
বাহলুল লোধি দিল্লি সম্রাটের সাহায্যকারী হিসেবে ৪০৭
দিল্লির সম্রাটের সাথে বাহলুল লোধির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ৪০৮
মুহাম্মাদ শাহের মৃত্যু ৪০৯

আলাউদ্দিন আলম শাহ ৪১০
অরাজকতা ৪১০
উজিরের ওপর বাদশাহর অসন্তোষ ৪১১
বাদায়ুনে বাদশাহর স্থায়ী বসবাস ৪১১
উজির হামিদ খানের গ্রেফতারি, মুক্তি এবং দিল্লির ওপর আধিপত্য ৪১২
বাদশাহর চরম উদাসীনতা ও আত্মবিস্মৃতি ৪১২
হামিদ খান কর্তৃক দিল্লির সিংহাসন বাহলুলকে অর্পণ ৪১৩
আলাউদ্দিন আলম শাহের মৃত্যু ৪১৪

খিজির বংশের শাসন কেন ব্যর্থ হয়েছিল? ৪১৫
১. কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতা এবং তৈমুরের আক্রমণ ৪১৫
২. দুর্বল নেতৃত্ব ও অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ৪১৫
৩. আর্থিক দুরবস্থা ও অর্থনৈতিক চাপ ৪১৬
৪. বিদ্রোহ এবং আঞ্চলিক সরদারদের উত্থান ৪১৬
৫. বহিরাগত হুমকি এবং লোধি বংশের উত্থান ৪১৬

খিলজি বংশ

৬৮৯-৭২০ হিজরি

১২৯০-১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ

শাসনকাল

চান্দ্রবর্ষ হিসেবে : ৩১ বছর

সৌরবর্ষ হিসেবে : ৩০ বছর

সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ খিলজি

৬৮৯-৬৯৬ হিজরি—১২৯০-১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

খিলজিদের পরিচয়

খিলজিদের বংশ সম্পর্কে একটি অভিমত হচ্ছে, বংশগতভাবে তারা তুর্কি না হলেও আপাদমস্তক তাদের রঙেই নিজেদের রাঙিয়ে ছিল। ফিরিশতাও বলেছেন, 'খিলজিরা বংশে তুর্কি ছিল না।'[১]

দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে, তারা ছিল তুর্কি বংশোদ্ভূত। তারা মধ্য-এশিয়া থেকে হিজরত করে আফগানিস্তানের গরমসির এলাকায়, বিশেষ করে গজনির বুসত অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে আবাস গড়ে তোলে। কয়েক শতাব্দী ধরে এখানে বসবাসের ফলে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি আত্মস্থ করে নেয়। যে কারণে কিছু ইতিহাসবিদ ভুলে তাদের আফগান মনে করেছেন। অথচ বংশগতভাবে তারা তুর্কিই ছিল। তাদেরকে আফগানি বলা একটি ভুল বুঝাবুঝির ফল। এটা তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে হয়েছে। অর্থাৎ, তারা এমন একটি এলাকায় বাস করতেন—যা পরবর্তীকালে পশতুভাষী লোকদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়; কিন্তু তারা ছিল তুর্কি।[২]

জালালুদ্দিন খিলজি : এক নতুন যুগের সূচনা

বলবনের উত্তরসূরিদের ব্যর্থতা প্রমাণিত হলে খিলজিদের শাসনকাল শুরু হয়। খিলজি সরদার মালিক ফিরোজ (শায়েস্তা খান) জালালুদ্দিন উপাধি ধারণ করে ৬৮৯ হিজরির মহররমে ৭০ বছর বয়সে দিল্লির মসনদে বসেন। তিনি প্রশাসন থেকে প্রাচীন তুর্কদের ইজারাদারি নির্মূল করেন।

---

১ وسائر امرائے خلج وغیرہم اصل از ترکان نیستند 'খিলজি আমির ও অন্যরা তুর্কি ছিলেন না।' (তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ৩১৩/১)

২ 'খিলজিরা ছিল তুর্কিদের একটি বিশেষ শ্রেণি।' (নুজহাতুল মুশতাক : ৭১৪/২)

ক্ষমতার এই পালাবদল শুধু একটি বংশের পতন এবং আরেকটি বংশের উত্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল এমন একটি কালের সমাপ্তি—যেখানে তুর্কি গোলামদের হাতেই ছিল ক্ষমতার বাগডোর। গোলাম বংশের শাসনক্ষমতার মধ্যে বহু কল্যাণকর বিষয় থাকার পরও তা কেবল কুতুবুদ্দিন আইবেকের গোলামদের বৃত্তেই ঘূর্ণায়মান ছিল। অন্য কোনো বংশের লোকদের পক্ষে মসনদ পর্যন্ত পৌঁছার কোনোই অবকাশ ছিল না। বলবনের যুগে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে একটি গুমোট পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আর ভেতরে ভেতরে প্রতিক্রিয়ার লাভা উত্তপ্ত হচ্ছিল। তবে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় যে, বলবনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপটের ফলে পরিস্থিতির লাগাম তার হাতেই ছিল।

কিন্তু বলবনের ইন্তেকালের মাত্র কবছর পরেই খিলজিরা অতি সহজেই ক্ষমতার মঞ্চে চলে আসে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছিল, হিন্দুস্তানে একটি রাজবংশের প্রভাব চিরস্থায়ী থাকার মতো নয়। অন্যান্য বংশের যোগ্যতম লোকজনও রাষ্ট্রপরিচালনার অধিকতর উপযোগী হতে পারে।

জালালুদ্দিন খিলজি তার পূর্বসূরি বাদশাহদের বিপরীতে পারস্পরিক পরামর্শ ও সংলাপকে অগ্রাধিকার দেন। তিনি সকল গোত্রকে সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি একজন উন্নত মেধাবী, উত্তম চরিত্রবান এবং নম্রহৃদয় বাদশাহ ছিলেন। শক্তির পরিবর্তে দয়া ও উদারতা দিয়ে অধীনস্থদের বিশ্বস্ততা অর্জনের দাবিদার ছিলেন।

তিনি জানতেন, দিল্লির অধিকাংশ লোক তুর্কি শাহি খান্দানকে ভীষণ ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। কারণ, তারা দীর্ঘ ৮০ বছর তাদেরই স্নেহ-ছায়ায় বসবাস করে এসেছে। ফলে তুর্কিদের বিপরীতে ভিন্ন বংশের লোকজনকে ক্ষমতার মঞ্চে দেখাটা তাদের মানসিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। সুতরাং তিনি বলবনের সন্তানাদিকে শাহি মহল 'কৌশিক লাল' থেকে অন্যত্র সরানোর চেষ্টা করেননি। শুধু বিজয়ীর বেশে দিল্লিতে প্রবেশের মধ্যেই নিজেকে আটকে রাখেন। তিনিও কিলোগড়িতে কায়কোবাদের প্রতিষ্ঠিত মহলে তার রাজসভা তৈরি করেন; যার কিছু অংশ তখনো নির্মাণাধীন ছিল। তিনি মহলের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ জারি করেন। এরপর সেখানে অবস্থান নেন। উজির ও আমিরগণও সেখানেই তাদের আবাস গড়ে তোলেন। এভাবেই দিল্লি শহরটি নতুন দিল্লি ও পুরাতন দিল্লি নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

পদ বণ্টন

নতুন সরকারের পদ বণ্টনে স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী আমিরদের উচ্চপদের আসীন করা হয়। তিনি তার ভাগনে আহমাদ হাবিবকে 'নায়েবে বার্বেক' (হাজিব) বানান আর নিজ ভাই ইয়াগরিশ খানকে সিপাহসালারের দায়িত্ব দেন। এ ছাড়া বড় ছেলেকে খানে খানান, মেঝো ছেলেকে আরকুলি খান এবং ছোট ছেলেকে কদর খান উপাধি দেওয়ার পাশাপাশি চাচা হুসাইনকে তাজুল মুলক উপাধি দেন। মালিক নসিরুদ্দিন বকবককে আমির হাজিবের পদ অর্পণ করেন।

নতুন সুলতান সাবেক তুর্কি আমিরদের সাধারণভাবে পদচ্যুত করা এড়িয়ে যান। বলবনের প্রবীণ বিশ্বস্তজন ফখরুদ্দিন কোতোয়ালের ওপর শহরের শৃঙ্খলাব্যবস্থা দেখার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর প্রবীণ উজির খাতিরকে মন্ত্রী পদে বহাল করেন।

বলবনের ভাতিজা চুজোকে তার চাহিদানুযায়ী কড়া ও মানিকপুরের সুবাদারি দেন।[৩] এ ছাড়া বলবনের পরিবারকে অনুমতি দেন, তারা চাইলে সেখানে গিয়ে বসবাস করতে পারেন। কয়েক মাসের মধ্যেই জনগণ এটা বুঝতে পারে যে, ৭০ বছর বয়সি এই নতুন সুলতান সাবেক শাসকদের চেয়ে অধিকতর দয়ালু, বিনয়ী ও শান্তিপ্রিয়।[৪]

সুলতানের দিল্লি আগমন এবং কৌশিক লাল মহলে প্রবেশ

কয়েক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর মানুষের শঙ্কা দূর হলে তিনি প্রথমবারের মতো দিল্লিতে আসেন। তার প্রজা-পালন, সুন্দর ব্যবহার, নম্র স্বভাব মানুষকে বিস্মিত ও আনন্দিত করে। এমতাবস্থায় তিনি প্রথমবারের মতো বলবনের শাহি মহলের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে সদর দরজায় দুই রাকাত শুকরিয়ার নামাজ আদায় করেন। এরপর সাথিদের বলেন, 'আমি কীভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি! একদিন আমি যে দরবারে মাথা নত করতাম, আজ সেখানে আমার পা পড়েছে।'

সুলতান বলবনের বিশেষ বিশ্রামাগার কৌশিক মহলের কাছে গিয়ে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। মালিক আহমাদ হাবিব বলেন, 'এর তো কোনো দরকার ছিল

---

[৩] কড়ার বর্তমান নাম এটাই। তবে একে 'কড়া কোম্বমী'-ও বলা হয়। কারণ, এটি ভারতীয় রাজ্য উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের কোম্বামীতে গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত। এটি প্রয়াগ রাজ (এলাহাবাদ) থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। দিল্লি থেকে ৬৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণে। এই প্রাচীন জনপদটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দিল্লি ও জৌনপুর সালাতানাতের অধীন গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা। মানিকপুর গঙ্গা নদীর অন্যদিকের একটি জনপদ। কড়া ও মানিকপুরের মধ্যে প্রায় ১৫ কিলোমিটারের ব্যবধান।

[৪] তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ১/১৭৬-১৭৭

রুকনুদ্দিন ইবরাহিম (কদর খান)

(৬৯৬ হিজরি—১২৯৭ খ্রিষ্টাব্দ)

আলি গেরশাস্পের ইচ্ছা ছিল, তিনি দিল্লির সমান্তরাল লখনৌতি থেকে দেবগিরি পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন। দিল্লির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভবত তার আশার বাইরে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিহত সুলতানের স্ত্রী মালিকা জাহানের এক অদূরদর্শী পদক্ষেপ বিদ্রোহীদের জন্য দিল্লি দখল সহজ করে দেয়।

মালিকার ভুল সিদ্ধান্ত : রুকনুদ্দিন ইবরাহিমের মসনদের আরোহন

ঘটনা হচ্ছে, সুলতানের নিহত হওয়ার খবর শুনেই মালিকা জাহান কারো সাথে পরামর্শ না করে তার ছোট ছেলে কদর খানকে বাদশাহ বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। অথচ তখন নিহত সুলতানের দুঃসাহসী ও অভিজ্ঞ ছেলে আরকুলি খান মুলতানে ছিলেন। তাকে সুলতান বানানো হলে তিনি পিতার হত্যাকারীদের পদানত করে শেষ ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারতেন। কিন্তু মালিকা জাহান দ্রুত কিলোগড়ি থেকে দিল্লিতে চলে আসেন এবং সবুজ প্রাসাদে তার ছেলেকে রুকনুদ্দিন ইবরাহিম উপাধি দিয়ে ক্ষমতার মঞ্চে বসিয়ে নেন। আমিরদেরকে জায়গাজমি এবং জায়গির দিয়ে মনে করেন—তারা স্বল্প বয়সি বাদশাহর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন।

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। প্রথমত আরকুলি খান কদর খানের মসনদের বসার সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হন এবং দিল্লির সহায়ক হওয়ার পরিবর্তে চুপচাপ মুলতানে অবস্থানকেই প্রাধান্য দেন। অথচ তিনি চাইলে ওই নাজুক মুহূর্তে দিল্লিকে সামলে নিতে পারতেন। এদিকে দিল্লির আমিররাও স্বল্প বয়সি বাদশাহর অধীনে থাকতে সন্তুষ্ট ছিলেন না।[২৮]

আলি গেরশাস্পের আক্রমণ এবং রাজনৈতিক দয়া

এ খবর পেয়ে আলি দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন। তিনি লখনৌতি অভিযান মুলতবি রেখে দিল্লি দখলের সিদ্ধান্ত নেন। বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই তিনি আগ্রা থেকে দিল্লি অভিমুখে ধেয়ে আসেন। দেবগিরি বিজয়ের অপরিমেয় সম্পদ তার সাথেই ছিল।

---

[২৮] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৩৫৩৫২-১; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ১/২৩৭; তারিখে মুবারক শাহি : ৬৯; ফুতুহুস সালাতিন : ২৪৬

পথে তিনি আমির ও অফিসারদের ওপর অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষাতে থাকেন। এভাবে প্রতিটি জায়গায় নতুন নতুন সরদার এবং নেতৃবৃন্দ তার দলে যোগ দিতে থাকেন।[২৯]

পরিস্থিতি নাগালের বাইরে

আলির বাহিনী বাদায়ুনের কাছে পৌঁছালে রুকনুদ্দিন তাদের প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিলেও নিজে বের হওয়ার সাহস করেননি। কজন আমিরকে সিপাহি দিয়ে প্রতিরোধের জন্য পাঠিয়ে দেন। উভয় বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হলে আলি চতুর রাজনীতিকের মতো দিল্লির আমিরদের সাথে সংলাপ শুরু করেন এবং যথেষ্ট সম্পদ দিয়ে তাদের কিনে নেন। এভাবে দিল্লির ৬০ হাজার সিপাহি তার দলে ঢুকে যায়।

মালিকা জাহান এ খবর পেলে দূত পাঠিয়ে আরকুলি খানকে বলেন, 'তিনি যেন এগিয়ে এসে দিল্লি রক্ষা করেন।' কিন্তু তিনি জবাব দেন, 'পরিস্থিতি আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। আমাদের সেনারা বিদ্রোহী দলে মিশে গেছে। এখন আমার আগমন অর্থহীন।'[৩০]

রুকনুদ্দিন ইবরাহিমের পলায়ন

খবরটি শোনামাত্র আলি গেরশাস্প দ্রুত দিল্লি অভিমুখে আক্রমণ শুরু করে দেন। তিনি একটি বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়েছিলেন। সুতরাং জিলকদ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি যমুনা নদীর তীরে পৌঁছে মাঞ্জানিক, দাব্বাবা এবং অন্যান্য অবরোধমূলক অস্ত্র নদীর এপাড়ে নামানো শুরু করেন। তার উদারতার সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই প্রতিদিন দিল্লি থেকে দুই-তিনজন আমির বের হয়ে তার দলে যোগ দিতে থাকে।

এদিকে রুকনুদ্দিন যথেষ্ট সময় নষ্ট করার পর সেনাদল নিয়ে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হন, কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল লজ্জাজনক পরাজয় দাঁড়াবে বুঝতে পেরে দিল্লিতে ফিরে আসেন। এরপর যতটুকু সম্ভব ধনভান্ডার সাথে নিয়ে পরিবার-পরিজনসহ মুলতান অভিমুখে রওনা দেন। এটি ৬৯৬ হিজরির জিলহজ মাসের ঘটনা। মালিক আহমাদ হাবিবসহ বিশ্বস্ত আমিরগণ তার সাথে চলে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া দিল্লির সকল আমির মানসিকভাবে নতুন বাদশাহকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিলেন।[৩১]

---

[২৯] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৩৫৩; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ১/২৩৮-২৩৯; তারিখে মুবারক শাহি : ৬৯; ফুতুহুস সালাতিন : ২৪৬

[৩০] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৩৫৩-৩৫৪; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ১/২৩৯-২৪০; তারিখে মুবারক শাহি : ৬৯; ফুতুহুস সালাতিন : ২৪৭

[৩১] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৩৫৪-৩৫৫; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ১/২৪২; তারিখে

শিহাবুদ্দিন উমর

৭১৫ হিজরি—১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ

আলাউদ্দিন খিলজির ইন্তেকালের পরের দিন ৭ই শাওয়াল ৭১৫ হিজরিতে (৫ই জানুয়ারি, ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ) ছয় বছর বয়সি শিহাবুদ্দিন উমরকে মসনদে বসানো হয়। এটি ছিল সম্পূর্ণ মালিক কাফুরের পরিকল্পনা। যাতে তার আড়ালে নিজে শাসনকাজ পরিচালনা করতে পারেন। এবার প্রতিদিন রাজদরবার বসত। বাদশাহ কিছুক্ষণ মসনদে বসে পরে মায়ের কাছে চলে যেতেন। আর কাফুর যাবতীয় নির্দেশাবলি জারি করতেন।[১১৪]

কাফুরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং শাহজাদাদের ওপর জুলুম

শিহাবুদ্দিন উমরের ভাইদের মধ্যে খিজির খান, শাদি খান এবং মুবারক খান যুবক ছিলেন; মূলত তারাই ছিলেন সালতানাতের হকদার। তাই এদের নিয়ে মালিক কাফুরের অন্তরে প্রচণ্ড ভয় ছিল। খিজির খান আগেই গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দি ছিলেন। কাফুর তার এক বিশ্বস্ত অফিসারকে পাঠিয়ে বন্দি শাহজাদাকে অন্ধ করে দেন, যাতে তিনি বিদ্রোহ করতে সক্ষম না হন। খিজির খানের মাতা মালিকা জাহানের সব স্থাবর সম্পদ এবং অর্থ ও রত্ন বাজেয়াপ্ত করে নেন। এরপর কাফুর অপর শাহজাদা শাদি খানকেও অন্ধ করে গোয়ালিয়রে পাঠিয়ে দেন। তৃতীয় শাহজাদা মুবারক খানকে দিল্লির কেল্লায় বন্দি করে রাখেন। কাফুর তাকে সবেমাত্র অন্ধ করে দিতে চেয়েছিল—ইতোমধ্যে শাহজাদার মা মালিকা বিবি খবর পেয়ে দিল্লির প্রখ্যাত বুজুর্গ শাইখ আহমাদ জাম রহ.-এর সাহেবজাদা শাইখ নাজমুদ্দিন রহ.-এর মাধ্যমে দোয়া করান। দোয়াটি আল্লাহর কাছে কবুল হয়। ফলে কাফুর শাস্তি জারি করতে পারেনি; আর শাহজাদা মুবারক অন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পান। কাফুর মূলত একজন হিজড়া হলেও সে হাস্যকর ও লজ্জাজনক একটি ঘটনার

---

[১১৪] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৪১৮; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ৩৭২; সিংহাসনে বসার উল্লেখিত তারিখটি তারিখে মুবারক শাহির ৮১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে।

অবতারণা ঘটায়। এর মাধ্যমে সে তার গুরুত্ব বাড়াতে চেয়েছিল। ঘটনাটি ছিল সুলতানের বিধবা রাজা রামদেবের মেয়ে জাঠিয়া পালিকে বিয়ে করে নেওয়া।[১১৫]

মুবারক শাহকে হত্যার ব্যর্থ পরিকল্পনা এবং কাফুরের পরিণতি

এরপর কাফুর কয়েকজন আমিরকে হত্যার পরিকল্পনা হাতে নেয়। এরা তার নতুন ধারার শাসনকার্যের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। পাশাপাশি সে শাহজাদা মুবারককেও হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্দেশ্যে সে কয়েকজন হিজড়াকে বন্দিখানায় পাঠিয়ে দেয়। শাহজাদা তাদেরকে দেখতে পেয়ে নিজের গলাবন্দ খুলে তাদেরকে দিয়ে দেন। পাশাপাশি তাদেরকে তার পিতার অনুগ্রহ ও পুরস্কারের কথা শুনিয়ে দেন। ওরা লজ্জায় ফিরে আসে এবং শাহজাদার গলাবন্দ তাদের অফিসারদের সামনে তুলে ধরে পুরো ঘটনা শোনায়। এ অফিসারগণও কাফুরের প্রতি প্রচণ্ড বিরক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে মুবাশশির ও বশির নামের দুজন অফিসার সিদ্ধান্ত নেন, এবার তারা যেকোনো মর্মে কাফুরকে হত্যা করে শান্ত হবেন।

রাতে মহলের দরজা বন্ধ হওয়ার পর অফিসারদ্বয় তাদের অধীনস্থ হিজড়াদের নিয়ে হঠাৎ কাফুরের শয়নকক্ষে ঢুকে তাকে হত্যা করেন। এরপর বন্দিখানায় গিয়ে বন্দি মুবারক শাহর শেকল কেটে তাকে বের করে নিয়ে আসেন। পরদিন দিল্লির আমিরগণ যখন দরবারে এসে পৌঁছান, তখন কাফুর ছিল পরপারের যাত্রী। আর শাহজাদা মুবারক খান ছিলেন তাদের সামনে দণ্ডায়মান। এবার শাহজাদা মুবারক খানকে কাফুরের জায়গায় সুলতানের নায়েব বানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পর তিনি এই অভিযোগ দায়ের করেন যে, শিশু বাদশাহর মা জাঠিয়া পালি তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং মসনদে বসার মাত্র সাড়ে তিন মাস পর ৭১৬ হিজরির মহররম মাসে (জানুয়ারি, ১৩১৬ খ্রিষ্টাব্দ) শিহাবুদ্দিন উমরকে মসনদ থেকে হটিয়ে তাকে অন্ধ করে গোয়ালিয়রের জেলখানায় ফেলে রাখা হয়। অতঃপর মুবারক খান নিজের হুকুমতের ঘোষণা দিয়ে দেন।[১১৬]

---

[১১৫] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৪১৮; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ৩৭২-৩৭৩

[১১৬] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৪০১, ৪১৮, ৪১৯; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪; তারিখে মুবারক শাহি : ৮১-৮২

খসরু খান

৭২০ হিজরি—১৩২০ খ্রিষ্টাব্দ

কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহকে হত্যার পর শাহি মহলের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। এর প্রতিটি কোণা জংলি ও মূর্খ মূর্তিপূজারি বারওয়ারদের দ্বারা ভরে উঠেছিল। তারা মহলের মসজিদে নিজেদের সমাবেশ গড়ে তুলেছিল। কিছু লোক মসজিদের মেহরাবে মূর্তি রেখে এর উপাসনা শুরু করেছিল। কতিপয় চরম ধৃষ্ট ও বন্য প্রকৃতির লোকেরা মসজিদে থাকা কুরআনের কপিগুলো একটির ওপর আরেকটি তুলে অবশেষে একে বসার আসন হিসেবে ব্যবহার করছিল। (নাউজুবিল্লাহ)

খসরু খানের মসনদে আরোহণ

বাদশাহকে হত্যার পরদিন ৬ই রবিউল আউয়াল ৭২১ হিজরি খসরু খান রাজ মসনদে চড়ে বসে। সে 'নাসিরুদ্দিন' উপাধি ধারণ করে তার ভাই হুসামুদ্দিনকে 'খানে খানান' উপাধি দেয়। ইউসুফ সুফি নামের দিল্লিস্থ এক বদমাশ লোক এই রক্তাক্ত অভিযানে খসরু খানের ডান হাত ছিল। খসরু তাকে 'সুফি খান' উপাধিতে ভূষিত করে।[১৪৬]

আমিরদের নীরবতা : শাহজাদিদের সম্ভ্রমহানি

বিগত দুই বাদশাহর হাতে নিপীড়িত হবার পর দিল্লির আমিরদের মনোভাব এমনভাবে বদলে গিয়েছিল যে, অধিকাংশ আমির দ্বিরুক্তি ছাড়া ওই গাদ্দারকে

---

[১৪৬] তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ৪১১; কতিপয় ইতিহাসবিদ আল্লামা বারনির ইবারত থেকে বুঝেছেন, দেশব্যাপী বোধহয় এমন ঘটনা ঘটেছিল। স্থানে স্থানে মসজিদসমূহে মূর্তি রেখে পূজা আরাধনা চলছিল। তবে *জামে তারিখে হিন্দের* লেখক একে সুস্থ বিবেকের পরিপন্থি বর্ণনা আখ্যায়িত করেছেন। অথচ আল্লামা বারনির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশেষভাবে ওই রক্তাক্ত ইনকিলাবের চিত্র তুলে ধরা। তখন দিল্লির রাজ কেল্লা ও সেখানকার প্রাসাদসমূহে হামলাকারীদের হাতে এসব ঘটনা ঘটেছিল। আর এটা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, বিজয়ের নেশায় বর্বর হিন্দুরা এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হতে পারে।

নিজেদের সুলতান মেনে নেন। ফলে বড় বড় আমিরদের খসরুর সামনে শিষ্টাচার বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। খসরুর ফরমান অনুযায়ী আলাউদ্দিন ও কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহর বেগম, দাসী ও শাহজাদিদের যুদ্ধবাজ বারওয়ারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারা এদেরকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। এ ছাড়া তার ফরমান মতে উল্লিখিত বাদশাহদ্বয়ের অনুগতদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়।[১৪৭]

আলায়ি শাহজাদাদের হত্যা

আলাউদ্দিন খিলজির চার ছেলে আগেই নিহত হয়েছিলেন, তবে তার ছোট ছেলে ফরিদ খান, আবু বকর খান, আলি খান এবং বাহাদুর খান তখনো জীবিত ছিলেন। তারা তাদের মায়েদের তত্ত্বাবধানে জীবনযাপন করছিলেন। তাদেরকে গ্রেফতার করে অন্ধ করে ফেলা হয়।[১৪৮]

আলাউদ্দিন খিলজির ভাগনে মালিক নুসরাত রাজনীতি থেকে দূরে ভিন্ন জগতের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন ইবাদত-বন্দেগিতে মগ্ন থাকা দরবেশ প্রকৃতির লোক; কিন্তু তাকেও জীবিত রাখা হয়নি। এভাবে খিলজি খান্দানের নাম-নিশানা মিটিয়ে ফেলা হয়।[১৪৯]

নতুন পদ বণ্টন

খসরুর কাছে নিজস্ব লোকের অভাব ছিল না; কিন্তু এরা রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এদের দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব ছিল না। তাই খসরু নিজের লোকদের বিপুল পুরস্কার ও উপহার প্রদানের পাশাপাশি বড় বড় খেতাব দ্বারা ভূষিত করলেও রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাবেক আমিরদেরই মুখাপেক্ষী ছিল। সে মালিক আইনুল মুলক মুলতানিকে আমিরুল উমারা, ওয়াহিদুদ্দিন কুরাইশিকে উজিরে সালতানাত এবং ফখরুদ্দিন জুনাকে আখুর বেগ (শাহি আস্তাবলের অফিসার) নিযুক্ত করে। মালিক জুনাকে এই সম্মান দেওয়ার কারণ ছিল—তার পিতা দেপালপুরের শাসক গাজি মালিক বিশ্বস্তদের একজন ছিলেন। এই ভদ্র আমিরগণও কেবল সময়ের আপদ মোকাবিলার উদ্দেশ্যে এসব পদ গ্রহণ করেছিলেন। নতুবা বর্তমান রাজনীতি সম্পর্কে তারা ছিলেন ভীষণ অসন্তুষ্ট ও ভেতরে ভেতরে পীড়িত।[১৫০]

---

[১৪৭] তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ৪০৯-৪১০

[১৪৮] তারিখে মুবারক শাহি : ৮৭

[১৪৯] তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৪৩৩

[১৫০] মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ : ১৫১-১৫০/১; তারিখে মুবারক শাহি : ৮৭

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(বিংশ খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

লোধি বংশ

লোধিদের পরিচয় ২৭
লোধি বংশের কাহিনি ২৮

বাহলুল লোধি ৩০
হামিদ খানকে বরখাস্ত করা ৩০
বাহলুল লোধির শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩০
বাহলুলের আমির ও সহচরবৃন্দ ৩১
বাহলুল লোধির গুণাবলি ৩২
উজির হামিদ খানের বিরুদ্ধে অদ্ভুত কৌশল ৩৩

জৌনপুর সালতানাতের সাথে যুদ্ধ ৩৬
প্রথম যুদ্ধ : দিল্লির রণক্ষেত্র ৩৬
অন্যান্য বিজয় ৩৯
দ্বিতীয় যুদ্ধ : ইটাওয়ার লড়াই ৪০
তৃতীয় যুদ্ধ : শামসাবাদের লড়াই ও মাহমুদ শারকির মৃত্যু ৪০
চতুর্থ যুদ্ধ এবং চার বছর মেয়াদি সন্ধি ৪১
পঞ্চম যুদ্ধ এবং তিন বছরের সন্ধি ৪২
ষষ্ঠ যুদ্ধ : ভাতুয়ারার লড়াই ৪২
সপ্তম যুদ্ধ : ৮৮৩ হিজরি ৪৩
অষ্টম যুদ্ধ : সানিয়ারন থেকে কালপি পর্যন্ত ৪৪

রাজপুতদের দমন এবং মালব আক্রমণ ৪৭
ধোলপুর ৪৭
ইলাহপুর ও এর আশপাশ ৪৭

গোয়ালিয়র ৪৮
নতুন নিয়োগসমূহ ৪৮
মৃত্যু ৪৮

যেমন ছিলেন বাহলুল লোধি ৫০
দোয়ার প্রতি গুরুত্ব ৫০
ব্যয়বহুল রীতিনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা ৫০
হাস্যরস ও ক্ষমাশীলতা ৫১

একনজরে বাহলুল লোধির নতুন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ৫২
সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন ৫২
বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্য ৫৩
বাহলুল লোধি কি পুরোপুরি শরিয়ত মেনে চলতেন? ৫৩
আমিরদের সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ ৫৩
রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বদলে উপজাতীয় বাহিনী ৫৪

সিকান্দার লোধি ৫৫
সিকান্দার লোধির গুণাবলি ৫৬

বিদ্রোহী শাহজাদাদের সাথে যুদ্ধ ৫৭
১. আলম খান ৫৭
২. ঈসা খান লোধি ৫৭
২. বারবক শাহ ৫৮
৩. শাহজাদা আজম হুমায়ুন ৫৮
তাতার খান লোধি ৫৯
গোয়ালিয়রের রাজা মান সিংহ ৫৯
সুলতান আশরাফ ৫৯

জৌনপুর ও বিহারের অভিযানসমূহ ৬১
জোগা রাজপুতের বিদ্রোহ ৬১
সুলতান হোসেন শাহ শারকির পক্ষ থেকে বিদ্রোহীদের সাহায্য ৬৩
বারবক শাহের গ্রেফতারি ৬৪
বিহারে হোসেন শাহ শারকির সাথে যুদ্ধ ৬৫
রায়ভেইদের সাথে লড়াই ৬৫
ধ্বংসের মুখে দিল্লি বাহিনী ৬৬

হোসেন শাহ শারকির সাথে শেষ লড়াই ৬৬
রেওয়া আক্রমণ ৬৭
সান্তালে চার বছর অবস্থান এবং হত্যাচেষ্টার ব্যর্থ ষড়যন্ত্র ৬৮
রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ ৬৯
আগ্রা শহর নির্মাণ ৭০
ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা ৭১
গোয়ালিয়রের দ্বিতীয় অভিযান ৭১
নরওয়ার কেল্লা অবরোধ ৭২
ভাদোরিয়া রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ : হাতকান্ত দুর্গ জয় ৭২
মালবের সাথে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ৭৩
চান্দেরি যে কারণে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৭৫
সিওপুর কেল্লায় আক্রমণ ৭৬
সিকান্দার লোধির মৃত্যু ৭৭

শাসক হিসেবে সিকান্দার লোধি ৭৯
চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ৮১
সময়সূচি ৮১
শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ৮২
মুসলমানদের কল্যাণকামনা ৮২

নির্মাণ, জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান ৮৩
ওয়াকফ ও সদকা-খয়রাত ৮৩
শরিয়তবিরোধী রীতিনীতি বন্ধ ৮৪
হিন্দুদের সাথে আচরণ ৮৪
হিন্দুদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ ৮৫

ইনসাফ ও ন্যায়বিচার ৮৬
মাটিতে প্রোথিত ধন-ভান্ডার ৮৬
কাজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে ৮৬
আজ আদালত শেষ হবে না ৮৭
দুই মূল্যবান পাথর ৮৭
শরিয়তবিরোধী কিছু কাজ ৮৮

ইবরাহিম লোধি ৯০
শাহজাদা জালাল খানের সাথে সালতানাত বিভাজনের চুক্তি ৯০

দরিয়া খান লোধির আগমন এবং চুক্তি বাতিলের প্রস্তুতি ৯১
চুক্তি বাতিলের চতুর কৌশল ৯১
ইবরাহিম লোধির পুনরায় রাজ্যাভিষেক ৯১
উভয় পক্ষের রাজনৈতিক চাল এবং ইবরাহিমের কালপি আক্রমণ ৯২
জালাল খানের আগ্রা অভিযান ও আলোচনা ৯৩
জালাল খানের পরিণতি ৯৩
আমিরদের সাথে ইবরাহিম লোধির দুর্ব্যবহার ৯৪
বিখ্যাত তলোয়ারবাজ মিয়া হুসাইনের কাহিনি ৯৪
গোয়ালিয়রের রণাঙ্গন এবং আজম হুমায়ুন শেরওয়ানির গ্রেফতারি ৯৭
আজম হুমায়ুন শেরওয়ানির সাহস ও আনুগত্য ৯৭
ইসলাম খানের বিদ্রোহ ৯৯
ইসলাম খানের পরিণতি ৯৯
বিহারে দরিয়া খান লোহানির বিদ্রোহ ১০০
পাঞ্জাবে দৌলত খান লোধির বিদ্রোহ ১০০
মোগল শাহজাদা বাবরের আবির্ভাব ১০১
বাবরকে আক্রমণের আমন্ত্রণ ১০১
লোধিদের পতনের ওপর একটি পর্যালোচনা ১০২

সুলতানি আমলে উপমহাদেশের জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ১০৪

সুলতানি আমলের শাসনব্যবস্থা ১০৮
সুলতান ১০৮
কেন্দ্রীয় দপ্তর ও পদসমূহ ১০৮
প্রাদেশিক পদসমূহ ১১০
গ্রামের শাসনব্যবস্থা ১১১
সুলতানি আমলের ইকতা (জায়গির) ব্যবস্থা ১১৩
মুদ্রার মান এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা ১১৫

দিল্লির সুলতানদের তালিকা ১১৭
দাস বংশ ১১৭
খিলজি বংশ ১১৮
তুগলক বংশ ১১৯
সাইয়েদ বংশ ১২০
লোধি আফগান ১২১

চতুর্থ অধ্যায়
সুলতানি আমলের প্রখ্যাত উলামা-মাশাইখ

দিল্লির সুলতানদের সামসময়িক ধর্মীয় ব্যক্তিগণ ১২৫

ইমাম হাসান সাগানি রহ. ১৩০

খাজা গরিব নেওয়াজ মুঈনুদ্দিন চিশতি সিজযি রহ. ১৩২

শাইখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহ. ১৩৮

শাইখ সদরুদ্দিন আরিফ রহ. ১৪০

কাজি মুহাম্মাদ বিন আতা হামিদুদ্দিন নাগোরি রহ. ১৪১

খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার ওশি কাকি রহ. ১৪২

বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহ. ১৪৬

শাইখ আলাউদ্দিন আলি আহমদ সাবের কালিয়ারি রহ. ১৫৪

শাইখ শামসুদ্দিন তুর্ক পানিপতি রহ. ১৫৭

সুলতানুল মাশাইখ হজরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ. ১৫৯

আমির খসরু রহ. ১৭১

আমির খসরু রহ.-এর কবিতা ও সাহিত্য ১৭৬

উর্দু ভাষার ভিত্তি স্থাপনে খানকাহ-ই নিজামি এবং আমির খসরুর ভূমিকা ১৭৭

শাইখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ চেরাগে দিল্লি রহ. ১৮০

মাওলানা ফখরুদ্দিন যাররাদি রহ. ১৮৮

বু-আলি শাহ কালান্দার পানিপতি রহ. ১৯১

শাহ রুকনে আলম রহ. ১৯৩

লাল শাহবাজ কালান্দার রহ. ১৯৯

শাইখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার রহ. ২০৩

সাইয়েদ জালালুদ্দিন সুরখ বুখারি রহ. ২০৮

জালালুদ্দিন জাহানিয়াঁ জাহাঁ গাশত রহ. ২১০

সদরুদ্দিন সাইয়েদ রাজন কাত্তাল রহ. ২১৪

পঞ্চম অধ্যায়
দিল্লি সালতানাতের পতনকালে উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সালতানাতসমূহ

উপমহাদেশের বিভক্ত মুসলিম সালতানাত ২১৭
দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি রাজ্য ২১৮
কাশ্মীর সালতানাত ২২১
কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস ২২২
সুহাদেবের রাজত্ব ২২৩
সদরুদ্দিন রিনচেন : প্রথম মুসলিম শাসক ২২৪
উধন দেব ২২৫
কোটা রানি ২২৫
শাহ মির্জা শামসুদ্দিন (শাহ মিরি রাজবংশ) ২২৬
সুলতান জামশেদ ২২৭
সুলতান আলাউদ্দিন ২২৭
শিহাবুদ্দিন শাহ কাশ্মীরি ২২৮
কুতুবুদ্দিন শাহ কাশ্মীরি ২২৯
সিকান্দার বিন কুতুবুদ্দিন কাশ্মীরি ২৩০
সুলতান আলি শাহ ২৩১
সুলতান জয়নুল আবেদিন ২৩৩
হায়দার খান ২৩৫
হাসান শাহ ২৩৫
শিয়া চক সর্দারদের উত্থান ২৩৭
মুহাম্মাদ শাহ ও ফাতাহ শাহ ২৩৭
শামসুদ্দিন, ইসমাইল শাহ, দ্বিতীয় ইবরাহিম শাহ ২৩৮
নাজুক শাহ ২৩৯
ইসমাইল শাহ সানি (দ্বিতীয়), হাবিব শাহ ২৪০

কাশ্মীরে শাহ মিরি সুলতানদের অবদান ২৪২
শ্রীনগর জামে মসজিদ ২৪২
নতুন হস্তশিল্প ২৪২
চক রাজবংশের শাসন ২৪৪
কাশ্মীরের সুলতানদের তালিকা ২৪৬
শাহ মিরি রাজবংশ ২৪৬
চক রাজবংশ ২৪৮
বাঙালা সালতানাত ২৫০
বাংলার রাজনৈতিক কেন্দ্রসমূহ ২৫২
খিলজিদের শাসন ২৫২
বাংলা : দিল্লি সালতানাতের অধীনে ২৫৩
মালিকুশ শারক নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ২৫৩
খিলজিদের স্বায়ত্তশাসন : দ্বিতীয়বার ২৫৩
বাংলা : দিল্লি সালতানাতের অধীনে দ্বিতীয়বার ২৫৩
বাংলায় বংশানুক্রমিক শাসন : বলবনি শাহজাদাদের যুগ ২৫৫
তুগলক সুলতানদের অধীনে বাংলা ২৫৫
সোনারগাঁও অঞ্চল ২৫৬
লখনৌতি অঞ্চল ২৫৬
সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম অঞ্চল ২৫৭
বাংলার স্বায়ত্তশাসন ২৫৮
ইলিয়াস শাহি রাজবংশের শাসন ২৫৮
হাজি ইলিয়াস শামসুদ্দিন ২৫৮
সিকান্দার শাহ প্রথম ২৫৯
গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ ২৫৯
রাজা গণেশ ২৬০
নওমুসলিমদের শাসন ২৬১
জালালুদ্দিন ২৬১
আহমাদ শাহ ২৬২
ইলিয়াস শাহিদের পুনরায় ক্ষমতা লাভ ২৬২

নাসির শাহ ২৬২
বারবক শাহ বিন নাসির ২৬৩
ইউসুফ শাহ বিন বারবক শাহ ২৬৩
ফাতাহ শাহ ২৬৩

হাবশিদের শাসনকাল ২৬৪
সুলতান শাহজাদা বারবক ২৬৪
মালিক আন্দিল, সাইফুদ্দিন ফিরোজ ২৬৪
নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বিন ফাতাহ খান ২৬৪
মুজাফফর শাহ (বদর দিওয়ানা) ২৬৪

হোসেন শাহি রাজবংশ ২৬৫
সাইয়েদ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ২৬৫
নাসিব শাহ ২৬৬

মোগল ও আফগান সুর বংশের শাসন ২৬৭

তৃতীয়বারের মতো বাংলার স্বাধীনতা ২৬৭

মোগলদের অধীনে বাংলা ২৬৭

জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও স্থাপত্যে বাংলার সুলতানদের অবদান ২৬৮
খিলজিদের অবদান ২৬৮
ইলিয়াস শাহি সুলতানদের যুগ ২৬৮
শাহ মুহাম্মাদ সগির ২৬৯
আলাওল ২৬৯
দৌলত কাজী ২৬৯
ফারসি সাহিত্য ২৭০

বাংলার শাসকদের তালিকা ২৭১

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ ২৭৪
ইলিয়াস শাহি রাজবংশ ২৭৫
গণেশের বংশধরদের শাসনকাল ২৭৫
ইলিয়াস শাহিদের পুনরায় ক্ষমতা লাভ ২৭৬
হাবশিদের শাসনকাল ২৭৭
সাইয়েদ হোসেন শাহের বংশ ২৭৭

আফগান সুরি রাজবংশ ২৭৮
কররানি রাজবংশ (স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা) ২৭৯
শারকি সালতানাত জৌনপুর ২৭৯
জৌনপুর : জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ২৮০
মালিক সরওয়ার ২৮১
মুবারক শাহ ২৮২
ইবরাহিম শাহ শারকি ২৮২
মাহমুদ শাহ শারকি ২৮৪
মুহাম্মাদ শাহ ২৮৫
হোসেন শাহ শারকি ২৮৫
একনজরে জৌনপুর ২৮৭
জৌনপুরের শারকি সুলতানদের তালিকা ২৮৯
মালব সালতানাত ২৯১
মালবের মালভূমি : প্রকৃতি, প্রশান্তি ও স্থিতি ২৯১
মালবের ঘুরি সুলতানগণ ২৯৩
দিলওয়ার খান ২৯৩
হোশাং ২৯৫
মুহাম্মাদ গজনি খান ২৯৫
মালবের খিলজি সুলতানগণ ২৯৭
মাহমুদ খিলজি ২৯৭
গিয়াসুদ্দিন খিলজি ২৯৮
নাসিরুদ্দিন খিলজি ৩০০
দ্বিতীয় মাহমুদ ৩০০
পতনের কারণসমূহ ৩০২
মালবের সুলতানদের কীর্তি ৩০২
জাহাজ মহল ৩০২

মালব সালতানাতের শাসকদের তালিকা ৩০৪
ঘুরি বংশের শাসন ৩০৪
খিলজি বংশের শাসন ৩০৪
গুজরাট সালতানাত ৩০৬
গুজরাটের প্রকৃতি ৩০৬
মুজাফফর শাহ ৩০৭
আহমাদ শাহ ৩০৮
আহমেদাবাদ প্রতিষ্ঠা ৩০৮
মুহাম্মাদ শাহ বিন আহমাদ শাহ ৩০৯
কুতুবুদ্দিন, আহমাদ শাহ সানি ৩০৯
মাহমুদ শাহ ৩০৯
মুজাফফর শাহ হালিম ৩১৩
বাহাদুর শাহ ৩১৪
পতনকাল ৩১৫
তৃতীয় মাহমুদ শাহ ৩১৫
তৃতীয় আহমাদ শাহ ৩১৬
তৃতীয় মুজাফফর শাহ ৩১৬
শক্তিশালী আমিরদের যুগ ৩১৬
মোগলদের দখল ৩১৬
গুজরাট সালতানাত : ইসলামি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের প্রতীক ৩১৮
গুজরাটের সুলতানদের তালিকা ৩২০
খানদেশ রাজ্য, বুরহানপুর ৩২৩
খানদেশের ফারুকি রাজবংশের সালতানাত ৩২৩
মালিক রাজা ৩২৪
নাসির খান ৩২৪
মিরান আদিল খান প্রথম ৩২৫
মিরান মোবারক খান প্রথম ৩২৫

মিরান আদিল খান দ্বিতীয় ৩২৬
দাউদ খান বিন মোবারক খান ৩২৬
তৃতীয় আদিল খান ৩২৬
মিরান মুহাম্মাদ শাহ ৩২৭
মিরান মোবারক শাহ দ্বিতীয় ৩২৮
মিরান মুহাম্মাদ দ্বিতীয় বিন মোবারক ৩২৮
হাসান খান ফারুকি ৩২৯
রাজা আলি খান বিন মোবারক ৩২৯
বাহাদুর খান বিন রাজা আলি খান ৩৩০
খানদেশ রাজ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য ৩৩১
খানদেশ রাজ্যের শাসকদের তালিকা ৩৩৩
বাহমানি সালতানাত, দাক্ষিণাত্য ৩৩৫
দাক্ষিণাত্যের শিলা : বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব ৩৩৫
সুলতান মুহাম্মাদ তুগলকের আমলে দাক্ষিণাত্য ৩৩৬
আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহ গঙ্গুয়ি ৩৩৬
রাজ্য প্রতিষ্ঠা ৩৩৭
হাসান বাহমানির রাজধানী এবং রাজ্যের সীমানা ৩৩৮
আলাউদ্দিন হাসানের উত্তরসূরি ৩৩৮
মুহাম্মাদ শাহ ইবনে আলাউদ্দিন হাসান ৩৩৯
মুজাহিদ শাহ (আলাউদ্দিন সানি) বিন মুহাম্মাদ শাহ ৩৪০
দাউদ শাহ ইবনে আলাউদ্দিন হাসান ৩৪০
মাহমুদ শাহ ইবনে আলাউদ্দিন হাসান ৩৪০
গিয়াসুদ্দিন ৩৪১
শামসুদ্দিন ৩৪১
তাজুদ্দিন ফিরোজ শাহ ইবনে দাউদ শাহ ৩৪২
আহমাদ শাহ (প্রথম) বিন দাউদ শাহ ৩৪২

আলাউদ্দিন আহমাদ শাহ দ্বিতীয় ৩৪৩
আলাউদ্দিন হুমায়ুন শাহ ৩৪৩
নিজাম শাহ বিন হুমায়ুন শাহ ৩৪৪
দ্বিতীয় মুহাম্মাদ শাহ বিন হুমায়ুন শাহ ৩৪৪
দ্বিতীয় মাহমুদ শাহ বিন দ্বিতীয় মুহাম্মাদ শাহ ৩৪৬
আহমাদ শাহ তৃতীয় বিন মাহমুদ শাহ দ্বিতীয় ৩৪৬
আলাউদ্দিন শাহ তৃতীয় বিন মাহমুদ শাহ দ্বিতীয় ৩৪৭
ওয়ালিউল্লাহ শাহ বিন মাহমুদ শাহ দ্বিতীয় ৩৪৭
কলিমুল্লাহ শাহ বিন ওয়ালিউল্লাহ শাহ ৩৪৭
একনজরে দাক্ষিণাত্য সালতানাতের উত্থান-পতন ৩৪৯
স্থাপত্যে অবদান ৩৫০
জ্ঞান ও সাহিত্যের বিকাশ ৩৫১
দাক্ষিণাত্যের সমাজ-সংস্কৃতি ৩৫১
দাক্ষিণাত্যের বাহমানি শাসকদের তালিকা ৩৫৩

দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি রাজ্য

১. আদিল শাহি শাসন, বিজাপুর ৩৫৯
ইউসুফ আদিল শাহ ৩৫৯
ইসমাঈল আদিল শাহ ৩৬১
মালু আদিল শাহ ৩৬২
ইবরাহিম আদিল শাহ ৩৬৩
আলি আদিল শাহ ৩৬৪
দ্বিতীয় ইবরাহিম আদিল শাহ ৩৬৫
বিজাপুর সালতানাতের স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক দিক ৩৬৬
সাংস্কৃতিক অবদান ৩৬৬
বিজাপুরের আদিল শাহি শাসকদের তালিকা ৩৬৭

২. নিজাম শাহি শাসন, আহমদনগর ৩৬৯
আহমাদ নিজামুল মুলক বাহরি ৩৬৯
বুরহান বিন নিজাম শাহ ৩৭০
হোসেন বিন বুরহান ৩৭২
মর্তুজা বিন হোসেন ৩৭২
মিরান হোসেন বিন মর্তুজা ৩৭৩
ইসমাইল বিন বুরহান বিন হোসেন ৩৭৩
দ্বিতীয় বুরহান নিজাম শাহ ৩৭৩
ইবরাহিম বিন বুরহান শাহ ৩৭৪
দ্বিতীয় আহমাদ শাহ ৩৭৫
বাহাদুর শাহ ৩৭৫
বিবি চাঁদ সুলতান ৩৭৫
দ্বিতীয় মর্তুজা নিজাম শাহ ৩৭৬
মালিক আম্বর হাবশি ৩৭৬
একনজরে নিজাম শাহি শাসন ৩৭৭
নিজাম শাহি সুলতানদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য ৩৭৭
সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অবদান ৩৭৭
নিজাম শাহি শাসকদের তালিকা ৩৭৯
৩. কুতুব শাহি শাসন, গোলকুন্ডা (তেলেঙ্গানা) ৩৮১
সুলতান কুলি কুতুবুল মুলক ৩৮১
জামশেদ কুলি কুতুব শাহ ৩৮২
সুবহান কুলি কুতুব শাহ ৩৮২
ইবরাহিম কুলি কুতুব শাহ ৩৮২
মুহাম্মাদ কুলি কুতুব শাহ ৩৮৩
কুতুব শাহি সালতানাতের স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক অবদান ৩৮৪
কুতুব শাহি বংশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ৩৮৫

সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৩৮৫
গোলকুন্ডার (তেলেঙানা) কুতুব শাহি শাসকদের তালিকা ৩৮৭
৪. ইমাদ শাহি শাসন, বেরার ৩৮৯
ফাতহুল্লাহ ইমাদুল মুলক ৩৮৯
আলাউদ্দিন ইমাদ শাহ ৩৮৯
দরিয়া ইমাদ শাহ ৩৯০
বুরহান ইমাদ শাহ ৩৯০
তুফাবিল খান ৩৯০
বেরারের ইমাদ শাহি শাসকদের তালিকা ৩৯২
৫. বারিদ শাহি শাসন, বিদার ৩৯৩
কাসিম বারিদ ৩৯৩
আমির বারিদ ৩৯৪
আলি বারিদ শাহ ৩৯৪
ইবরাহিম বারিদ ৩৯৫
দ্বিতীয় কাসিম বারিদ ৩৯৫
ইবনে কাসিম বারিদ ৩৯৫
মির্জা আলি বারিদ ৩৯৬
দ্বিতীয় আমির বারিদ ৩৯৬
একনজরে বিদার সালতানাত ৩৯৭
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবদান ৩৯৮
বিদারের বারিদ শাহি শাসকদের তালিকা ৩৯৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোগল শাসনের পূর্বে উপমহাদেশের অন্যান্য জনপদে সক্রিয় প্রখ্যাত আলেম ও মাশাইখগণ

দিল্লির পতন-পরবর্তী ভারতের অন্যান্য জনপদের উলামা-মাশাইখ ৪০৩
কাশ্মীরের মাশাইখ ৪০৯

প্রথম পর্যায় : ইসলামের সূচনা এবং ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন ৪০৯
দ্বিতীয় পর্যায় : সুফিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের জয়যাত্রা ৪১১
তৃতীয় পর্যায় : স্থিতিশীলতা ও প্রভাব বিস্তারের কাল ৪১৩
শিয়াদের উত্থান, চক বংশের আধিপত্য এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সংকট ৪১৫

কাশ্মীরের কয়েকজন প্রখ্যাত উলামা-মাশাইখ ৪১৭
মাওলানা জামালুদ্দিন কাশ্মীরি রহ. ৪১৭
শাইখ হেলালুদ্দিন কাশ্মীরি নকশবন্দি রহ. ৪১৭
শাইখ মুহাম্মাদ বিন হাসান বাইহাকি রহ. ৪১৭
শাইখ মনসুর বিন মুহাম্মাদ কাশ্মীরি রহ. ৪১৮
শাইখ নুরুদ্দিন কাশ্মীরি নকশবন্দি রহ. ৪১৮
শাইখ দাউদ বিন হাসান কাশ্মীরি রহ. ৪১৮
মাওলানা রজিউদ্দিন কাশ্মীরি রহ. ৪১৯
মোল্লা শঙ্গরফ কিনায়ি রহ. ৪১৯
সুলতানুল আরেফিন শাইখ হামজা মাখদুম রহ. ৪২০
শাইখ ইয়াকুব সাইরাফি কাশ্মীরি রহ. ৪২০
বাবা দাউদ খাকি রহ. ৪২২

বিহার ও বাংলার উলামা-মাশাইখ ৪২৪
শাইখ জালাল তাবরিজি রহ. ৪২৪
মাওলানা শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা রহ. ৪২৪
শাইখ শরফুদ্দিন আহমাদ ইয়াহইয়া মানেরি রহ. ৪২৫
শাইখ সিরাজুদ্দিন উসমান আউধি রহ. ৪২৮
শাইখ আলাউল হক পান্ডবি রহ. ৪২৯
হজরত নুরুল হক কুতুবে আলম রহ. ৪৩০
শাইখ নুর কুতুবে আলম রহ.-এর সন্তানগণ ৪৩৬
শাইখ নুর কুতুবে আলম রহ.-এর খলিফাগণ ৪৩৬

পূর্ব বাংলার গাজি সুফি-সাধকগণ ৪৩৮
হজরত শাহজালাল সিলেটি রহ. ৪৩৮
শাইখ সফিউদ্দিন রহ. ৪৪০
পীর রাহি রহ. ৪৪০
জফর খান শহিদ রহ. ৪৪০

বাবা আদম শহিদ রহ. ৪৪১
শাহ ইসমাইল গাজি রহ. ৪৪২

জৌনপুরের বিখ্যাত মনীষীগণ ৪৪৩
সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গির সেমনানি রহ. ৪৪৩
কাজি শিহাবুদ্দিন দৌলতাবাদি রহ. ৪৪৪
মাখদুম খাজা আবুল ফাতাহ সোনব্রিস রহ. ৪৪৫
খাজা ঈসা তাজুদ্দিন জৌনপুরি চিশতি রহ. ৪৪৬
মোল্লা খাজা উসমান সালেহ রহ. ৪৪৬
কাজি নিজামুদ্দিন গিলানি রহ. ৪৪৭
শাইখ ওয়াজিহুদ্দিন আশরাফ ওরফে শাইখ ফরিদ রহ. ৪৪৭
মাখদুম রুকনুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি রহ. ৪৪৭
মাখদুম শাইখ মুহাম্মাদ রহ. ৪৪৮
খাজা হামজা চিশতি রহ. ৪৪৯

মালবের বিখ্যাত মনীষীগণ ৪৫০
শাইখ কামালুদ্দিন মালবি রহ. ৪৫১
শাইখ সালামুল্লাহ মান্ডুবি রহ. ৪৫১
শাইখ ফাজেল হাকিম শিহাবুদ্দিন কিরমানি ৪৫১
শাইখ আবদুল্লাহ শাত্তারি রহ. ৪৫২
শাইখ আহমাদ বিন নেয়ামতুল্লাহ চন্দেরিভি রহ. ৪৫২
শাইখ আল্লাহদাদ বিন হামিদ মান্ডুভি ৪৫৩
শাইখ বুরহানুদ্দিন গুজরাটি রহ. ৪৫৩
শাইখ মিয়া নাজু গুজরাটি রহ. ৪৫৩

গুজরাটের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ৪৫৪
রায়হান বাওয়া রহ. ৪৫৪
কারামিতিদের তৎপরতা ৪৫৫
শাইখ উসমান বিন দাউদ ওরফে হুসামুদ্দিন মুলতানি রহ. ৪৫৬
কাজি আবদুল মুকতাদির শুরাইহি কিন্দি রহ. ৪৫৮
সাইয়েদ হুসাইন খিংগ সাওয়ার রহ. ও অন্যান্য মাশাইখ ৪৫৯
শাইখ আহমাদ বিন আবদুল্লাহ খাত্তু গঞ্জবখশ রহ. ৪৫৯
কুতুবে আলম সাইয়েদ বুরহানুদ্দিন রহ. ৪৬২
শাইখ আবদুল লতিফ গুজরাটি রহ. ৪৬৪

মেমন : ইসলামের নতুন প্রচারক ৪৬৪

গুজরাটের প্রখ্যাত আলেম, ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণ ৪৬৬
শাইখ কামালুদ্দিন রহ. ৪৬৬
শাইখ রাজিউদ্দিন উসমান গঞ্জে ইলম রহ. ৪৬৬
মাওলানা ইয়াকুব পাটনি রহ. ৪৬৬
কাজি ইসমাইল ইসফাহানি রহ. ৪৬৬
শেখ উসমান হুসাইনি গুজরাটি রহ. ৪৬৭
কাজি ইমাদুদ্দিন গুজরাটি রহ. ৪৬৭
শাইখ গাউসুদ্দিন গুজরাটি রহ. ৪৬৭
শাইখ বাহাউদ্দিন গুজরাটি রহ. ৪৬৭
কাজি সদরুদ্দিন লাহোরি রহ. ৪৬৭
সাইয়েদ শাইখ আবদুল্লাহ হাজরামি আহমেদাবাদি রহ. ৪৬৮
শাইখ আবদুল মালিক গুজরাটি রহ. ৪৬৮
শাইখ মুহাম্মাদ বিন তাহের পাটনি রহ. ৪৬৮

দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ৪৭১

উপকূলীয় অঞ্চলের মুজাহিদ বুজুর্গগণ ৪৭২
সাইয়েদ নাথার ওয়ালি রহ. ৪৭২
সাইয়েদ ইবরাহিম শহিদ রহ. ৪৭২
বাবা ফখরুদ্দিন রহ. ৪৭৩
সাইয়েদ আব্দুল কাদির অলি নাগোরি রহ. ৪৭৩
খাজা আলাউদ্দিন হুসাইনি চিশতি রহ. ৪৭৪

দাক্ষিণাত্যের মুজাহিদ আওলিয়াগণ ৪৭৪
হাজি রুমি রহ. ৪৭৪
সুফি সরমস্ত রহ. ৪৭৪
সাইয়েদ হুসামুদ্দিন তেগ বরহনা রহ. ৪৭৫
বাবা শরফুদ্দিন রহ. ও বাবা শিহাবুদ্দিন রহ. ৪৭৫
পীর যমুনা বিজাপুরি ৪৭৬
আলি শহিদ ৪৭৬
পীর মাবারি রহ. ৪৭৬
অন্যান্য মাশাইখ ৪৭৭

দক্ষিণাত্যের পরবর্তী যুগের প্রথিতযশা মাশাইখ ৪৭৭
শাইখ মুনতাখাবুদ্দিন হানসবি রহ. ৪৭৮
শাইখ বুরহানুদ্দিন গরিব রহ. ৪৭৮
শাইখ আইনুদ্দিন বিজাপুরি রহ. ৪৭৯
সাইয়েদ মুহাম্মাদ হুসাইনি বান্দা নেওয়াজ গেসুদরাজ রহ. ৪৮০
মাওলানা শামসুদ্দিন খোরাসানি ধারাশুনি রহ. ৪৮২
কাজি ইবরাহিম বিন ফাতহুল্লাহ মুলতানি রহ. ৪৮২

সাইয়েদ মুহাম্মাদ জৌনপুরি এবং মাহদবিয়া সম্প্রদায় ৪৮৪
সাইয়েদ মুহাম্মাদ জৌনপুরির আবির্ভাব ৪৮৭
মাহদি হওয়ার দাবি এবং তার কর্মপদ্ধতি ৪৮৯
এই আন্দোলনের প্রভাব ৪৯১
সাইয়েদ মুহাম্মাদ জৌনপুরির উত্তরসূরিগণ ৪৯৫

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা : মৃত্যুর ধ্যান : খাজা আজিজুল হাসান মাজযুব রহ. ৪৯৬

মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব : আকবর এলাহাবাদি মরহুম ৫১৪

লোধি বংশ

৮৫৫-৯৩২ হিজরি
১৪৫১-১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ

শাসনকাল
চান্দ্রবর্ষ হিসাবে : ৭৭ বছর
সৌরবর্ষ হিসাবে : ৭৫ বছর

লোধিদের পরিচয়

বহু আগে থেকে লোকজন আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে হিন্দুস্তানে বসতি স্থাপন করে আসছে। এই ধারাটি মূলত গোলাম বংশের শাসনামল এবং তাতারিদের আক্রমণের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনামলে আফগান থেকে হিজরতকারীদের আগমন এবং তাদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার হার বৃদ্ধি পায়। যখন ৬৫৮ হিজরিতে বলবন সগির (ভবিষ্যতের গিয়াসুদ্দিন বলবন) মেওয়াত অভিযানে বের হয়েছিলেন, তখন তিন হাজার আফগান যোদ্ধা তার সঙ্গী ছিল।

বলবন দিল্লি, দোয়াব এবং অযোধ্যার মহাসড়কগুলোতে যেসব নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন করেছিলেন, সেগুলোতে তিনি অধিকহারে আফগানদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। কারণ, তার ধারণা ছিল, ওই অঞ্চলের বিদ্রোহী ও দস্যুদেরকে এরাই শক্ত হাতে দমন করতে পারবে।

আলাউদ্দিন খিলজির অফিসারদের মধ্যেও কিছু আফগান বেশ সুপরিচিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মুহাম্মাদ তুগলকের শাসনামলে শত সেনাধিনায়ক আমিরের ব্যবস্থায় আফগান অফিসারদের সংখ্যা কেবল উল্লেখযোগ্যই ছিল না; বরং এই ব্যবস্থায় তাদেরই প্রাধান্য ছিল। তাদের মধ্যে কাজি জালাল আফগান এবং মালিক ইসমাইল আফগান ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগণ্য। নিজেদের মধ্যে গভীর ঐক্যই ছিল তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই যখন শতাধিক সেনাধিনায়ক আমির দাক্ষিণাত্যে মুহাম্মাদ তুগলকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন সুলতান শত চেষ্টা করেও তাদের দমন করতে পারেননি।[১]

পরবর্তী শতাব্দীতে যখন ফিরোজ শাহ তুগলক পদ-পদবিসমূহকে বংশানুক্রমিক করে দেন, তখন আফগান আমির ও কর্মকর্তাদের ভিত্তি আরও মজবুত হয়ে যায়। তুগলক বংশের শেষ সময়ে দোয়াব অঞ্চলেও আরও অনেক আফগান অফিসার নিয়োগ করা হয়। একইভাবে মুলতানের শাসকরাও বিপুল সংখ্যায় পেশাদার আফগান সৈন্যদের

---

১ তাবাকাতে নাসিরি : ৩১৫; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ৫৬, ৫৪০

নিয়োগ দিতে শুরু করেন। এ যুগেই আমরা দৌলত খান লোধি এবং আসাদ খান লোধির মতো ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে দেখি। দৌলত খান লোধি দিল্লির সিপাহসালার ছিলেন, অন্যদিকে আসাদ খান সাম্ভালের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। সাইয়েদ বংশের শাসনামলে আফগান কর্মকর্তাদের আরও পদোন্নতি হয়। তারা একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হন। এই সময়েই লোধি বংশের আফগানরা শক্তিশালী হয়ে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেন।[২]

লোধি বংশের কাহিনি

ঐতিহাসিক ফিরিশতার মতে, লোধিরা ছিল মূলত একটি ব্যবসায়ী পাঠান গোত্র। তারা উত্তর হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। পাঠানদের উল্লেখযোগ্য এক সর্দার হলেন মালিক বাহরাম লোধি, যিনি ফিরোজ শাহ তুগলকের সময়ে মুলতানে এসেছিলেন। এরপর সেখানকার সুবাদার মর্দান দৌলতের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

মালিক বাহরাম লোধির পাঁচ পুত্র ছিল। তারা হলো—মালিক সুলতান শাহ, মালিক কালা, মালিক ফিরোজ, মালিক মুহাম্মাদ ও মালিক খাজা। তারাও বিভিন্ন সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। যখন মুলতানের শাসনভার খিজির খানের হাতে আসে, তখন এই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সুলতান শাহ খিজির খানের অধীনে চাকরির সুযোগ পান।

যখন ইকবাল খান মল্লু দিল্লি থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে মুলতান দখলের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন, তখন খিজির খানের যে দলটি তাকে হত্যা করেছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন এই সুলতান শাহ। খিজির খান এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'ইসলাম খান' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাকে সেরহিন্দ-এর শাসক নিযুক্ত করেন। এভাবেই তিনি ইসলাম খান লোধি নামে পরিচিতি লাভ করেন।

ইসলাম খান তার ভাই মালিক কালাকে 'দোরালা' অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন। সেই সময় তার স্ত্রী—যিনি তার চাচাতো বোন গর্ভবতী ছিলেন। তার প্রসবের সময়ও ঘনিয়ে এসেছিল। এরইমধ্যে হঠাৎ বাড়ির ছাদ ধসে পড়ে। এতে তার স্ত্রী মারাত্মকভাবে আহত হন। এমনকি তার বাঁচার আশা হারিয়ে যায়। তখন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পেট থেকে শিশুকে জীবিত বের করে আনা হয়। তার নাম রাখা হয়েছিল 'মল্লু'।

---

[২] জামে তারিখে হিন্দ : ১/৯৪০-৯৪২

কিছুকাল পর মালিক কালা 'নিয়াজি পাঠানদের' সাথে এক লড়াইয়ে নিহত হন। এভাবেই শিশুটি নিজ মা-বাবার ছায়া হারিয়ে ফেলে। এই পরিস্থিতিতে চাচা ইসলাম খান লোধি তার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিশুটি বড় হয়ে অত্যন্ত যোগ্য ও প্রতিভাবান হয়ে ওঠে। ইসলাম খান তাকে কঠোর প্রশিক্ষণ দিয়ে একজন দক্ষ সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলেন। তার সেবা ও আনুগত্যে তিনি এতটাই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, নিজ মেয়েকেও তার সাথে বিয়ে দেন।

সাইয়েদ বংশের তৃতীয় শাসক মুহাম্মাদ শাহের শাসনামলে ইসলাম খান লোধির মৃত্যু হয়। যদিও ইসলাম খানের নিজের যুবক পুত্র ছিল; কিন্তু তিনি মৃত্যুর আগে ওসিয়ত করে বাহলুলকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যান। সেই ভিত্তিতে বাহলুল সেরহিন্দের সুবাদার হন। একসময় তার শক্তি ও প্রভাব এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, প্রায় দশ-বারো হাজার আফগান তার সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। যাদেরকে তিনি নিজ কোষাগার থেকে বেতন দিতেন।[৩]

এরই মাঝে দিল্লির সম্রাট এবং বাহলুল লোধির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে; কিন্তু খুব শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়। যখন মালবের শাসক মাহমুদ খিলজি দিল্লি আক্রমণ করেন, তখন বাহলুল লোধি দিল্লি এসে সেই আক্রমণ ব্যর্থ করতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেন। এই অসামান্য অবদানের কারণে দিল্লির সম্রাটের পক্ষ থেকে তাকে 'খান-ই-খানান' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৪]

---

৩ মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ : ১/২১১; তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৫৭২, ৫৭৩; মনে রাখা প্রয়োজন, সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় থেকে সুবাদার এবং বড় বড় পদগুলো বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিল। তাই সুবাদার বা অন্যান্য পদাধিকারীরাও বাদশাহদের মতো নিজেদের সন্তান বা নিকটাত্মীয়দের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন।

৪ তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৫৬৭

বাহলুল লোধি

৮৫৫-৮৯৪ হিজরি—১৪৫১-১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দ

দিল্লির সুলতান মুহাম্মাদ শাহের মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরি আলাউদ্দিনের শাসনামলে সাইয়েদ বংশের শাসন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন দিল্লির প্রভাবশালী আমির হামিদ খান বাহলুল লোধিকে রাজসিংহাসন গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ৮৫৫ হিজরিতে (১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ) বাহলুল লোধি দিল্লিতে আসেন এবং তার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।[৫]

হামিদ খানকে বরখাস্ত করা

বাহলুল লোধি ক্ষমতা গ্রহণের কিছুকাল পরেই হামিদ খানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে নড়েচড়ে বসেন। তিনি তাকে নিজ ক্ষমতার জন্য বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাই তাকে বরখাস্ত করে দেন। তবে লোধি তাকে শারীরিকভাবে কোনো কষ্ট দেননি। বরখাস্তের সময় তাকে বলেছেন, 'আপনার জন্য সমীচীন হলো, আপনি এখন নির্জনে-নিভৃতে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হবেন।'[৬]

বাহলুল লোধির শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সেসময় দিল্লির শাসনব্যবস্থা দুর্বলতার তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল এবং এর সীমানা অনেক সংকুচিত হয়ে এসেছিল। বাহলুল লোধি শাসনভার গ্রহণ করে সেই বিদ্রোহী আমিরদের দমন করেন—যারা ইতিপূর্বে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। তিনি একে একে মেওয়াত, জৌনপুর ও গোয়ালিয়রের মতো প্রদেশগুলোকে জয় করে পুনরায় দিল্লি সালতানাতের অধীনে নিয়ে আসেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি একটি মৃতপ্রায় সাম্রাজ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন এবং একে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহেরও

---

[৫] তারিখে ফিরিশতা : ১/৫৭১

[৬] তারিখে ফিরিশতা : ১/৫৭৮-৫৭৯

জৌনপুর সালতানাতের সাথে যুদ্ধ

বাহলুল যখন দিল্লির সিংহাসন সামলে নেন, তখন তার সামনে এমন কিছু সমস্যা ছিল, যেগুলোর মোকাবিলা করা সহজ ছিল না। তার আশপাশে কয়েকটি শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ছিল। দক্ষিণে মালব এবং পূর্বে জৌনপুর রাজ্য ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। দিল্লির প্রাক্তন সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহ তখনো বাদায়ুনে অবস্থান করছিলেন। যদিও তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, তবু বাহলুল তার পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা করতেন। বিশেষ করে এই কারণে যে, জৌনপুরের সুলতান ছিলেন আলম শাহের জামাতা, যিনি নিজের এই সম্পর্কের সুবাদে দিল্লির সিংহাসনের ওপর নিজেকে বেশি হকদার মনে করতেন। এ কারণেই সুলতান বাহলুল লোধির দীর্ঘ শাসনকালের একটি বড় অংশ দিল্লি সালতানাত রক্ষা করতে, বিশেষত জৌনপুর সালতানাতের সাথে যুদ্ধ করতেই কেটে গেছে। সেই যুদ্ধগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

প্রথম যুদ্ধ : দিল্লির রণক্ষেত্র

সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পর বাহলুল লোধি পাঞ্জাবের শাসনব্যবস্থার মানোন্নয়নের জন্য দেপালপুর ও মুলতান সফরে যান। অন্যদিকে জৌনপুর রাজ্যের শাসক মাহমুদ শাহ শারকির স্ত্রী, যিনি দিল্লির প্রাক্তন সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহের কন্যা ছিলেন, স্বামীকে প্ররোচিত করে বলেন, 'দিল্লি আমার বাবার মালিকানাভুক্ত; সেখানে এই বাহলুল শাসন করার কে? যদি আপনি বাহলুলের সাথে যুদ্ধ না করেন, তবে আমি নিজে ধনুক ও তলোয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে নামব।'

তিরস্কারমূলক এই কথা শুনে মাহমুদ শারকি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দিল্লির ওপর আক্রমণ করার জন্য কোমর বেঁধে নামলেন। এই সময়ে দিল্লির পূর্ববর্তী রাজবংশের কিছু অনুসারী, যারা নতুন সুলতানকে পছন্দ করত না, তারা বাহলুলের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মাহমুদ শারকিকে দিল্লি দখলের আমন্ত্রণ জানায়। তাই

মাহমুদ শারকি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লির উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। তার ইচ্ছে ছিল, এক আঘাতেই দিল্লি দখল করে নেওয়া।[১৩]

সুলতান বাহলুল লোধি এই সংবাদ পেয়ে মাহমুদ শারকির কাছে বার্তা পাঠান যে, তিনি যুদ্ধ চান না; আলোচনার মাধ্যমে কোনো সমাধান চান; কিন্তু মাহমুদ শারকি নিজের বিজয় সুনিশ্চিত দেখে সন্ধির প্রস্তাব মানলেন না। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে দিল্লি অবরোধ করলেন। যদিও শহরের প্রাচীর অনেক উঁচু ছিল, যার ফলে ভেতরে প্রবেশ করা সহজ ছিল না, তবে শহরের ভেতরে প্রহরীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। সুলতান বাহলুল লোধি কবে ফিরবেন সেটারও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। অবশেষে শহরবাসীরা সৈয়দ শামসুদ্দিন নামক এক কর্মকর্তাকে সন্ধির আলোচনার জন্য পাঠান।

মাহমুদ শারকি শর্ত দিলেন, শহরের চাবি তার হাতে তুলে দিতে হবে। এর বিনিময়ে আফগান আমিরদের এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে নিরাপদে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

মাহমুদ শারকির সেনাবাহিনীতে সাম্ভালের শাসক দরিয়া খান লোধিও একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার আগে সৈয়দ শামসুদ্দিন তার সাথে নির্জনে দেখা করেন। তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'মাহমুদ শারকির সাথে আপনার সম্পর্ক কী?' তিনি বলেন, 'কোনো সম্পর্ক নেই, আমি কেবল তার একজন কর্মচারী।'

জিজ্ঞেস করা হলো, 'বাহলুল লোধির সাথে আপনার সম্পর্ক কী?' উত্তর এলো, 'আমরা ভাই। তিনিও লোধি, আমিও লোধি।'

আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'বাহলুলের মা ও বোনেরা আপনার কী হয়?' দরিয়া খান বললেন, 'তারা আমার মা ও বোনদের মতোই।' শামসুদ্দিন তখন শহরের চাবি তার সামনে রেখে বললেন, 'এই নিন চাবি, আপনার মা ও বোনদের অপমানিত করুন।' দরিয়া খান তখন লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'সুলতান বাহলুল এখানে থাকলে আলাদা কথা ছিল। ঠিক আছে, তবুও আমি একটি ব্যবস্থা করছি।'

এই বলে তিনি মাহমুদ শারকির কাছে গিয়ে বললেন, 'শামসুদ্দিন শহরের চাবি দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমি তা নিইনি, কারণ—শোনা যাচ্ছে যে বাহলুল লোধি একটি

[১৩] তারিখে দাউদির লেখকের মতে, এই সৈন্যবাহিনীতে অশ্বারোহী ও পদাতিকের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ সত্তর হাজার। আর হাতি ছিল চৌদ্দশো। তবে এই বর্ণনা অনেকটা অতিরঞ্জিত মনে হয়।

গুজরাট সালতানাত

৭৯৩-৯৯১ হিজরি—১৩৯১-১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

গুজরাট ভারত মহাসাগরের (আরব সাগর) উপকূলে অবস্থিত। ফলে বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকেই তা এক সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পঞ্চম হিজরি শতকের শুরুতে সুলতান মাহমুদ গজনভি এখানকার সোমনাথে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তখন এটি ইসলামি সালতানাতের স্থায়ী অংশে পরিণত হতে পারেনি। সপ্তম হিজরি শতকের একদম শেষ দিকে আলাউদ্দিন খিলজি আনহিলওয়ারার হিন্দু শাসকদের পরাজিত করে গুজরাটকে দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন।

গুজরাটের প্রকৃতি

মালব যদি একটি উঁচু ও সুদৃঢ় মালভূমি হয় আর জৌনপুর হয় এক উর্বর সমতল ভূমি, তবে গুজরাট সালতানাত হলো বিশালতায় সমুদ্রের মতো আর বিস্তৃতিতে উপকূলীয় বাতাসের মতো। এই সালতানাতের গৌরব ছিল এর দীর্ঘ উপকূলরেখা, গভীর সমুদ্রবন্দর এবং সামুদ্রিক পথ। গুজরাট ভূখণ্ডের বাণিজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল এর সেই উপকূলীয় অঞ্চল, যা আরব সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে।

এখানকার বাতাসে লবনের গন্ধ মিশে আছে। এর বালুকণায় শত শত বছরের সামুদ্রিক ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন লেপ্টে রয়েছে। খাম্বাত, সুরাট প্রভৃতি বন্দর ছিল এই সালতানাতের প্রাণভোমরা, যেখান থেকে জাহাজগুলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দূরদূরান্তের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য করত। এই বাণিজ্য কেবল সম্পদই বয়ে আনত না; সাথে আনত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সংস্কৃতি এবং কারিগরি দক্ষতা।

গুজরাটের ভূ-প্রকৃতি সব জায়গায় একরকম ছিল না। উপকূলের কাছাকাছি ছিল উর্বর জমি, যেখানে একদিকে খেতখামার ও সমৃদ্ধ শহর গড়ে উঠেছিল; অন্যদিকে উপ-দ্বীপাঞ্চল 'সৌরাষ্ট্র' ও 'কচ্ছ' ছিল শুষ্ক ও আধা-মরু এলাকা। এই ভূখণ্ডটি একই সাথে ছিল সবুজের সমারোহ এবং শুষ্কতার এক অপূর্ব মিশ্রণের প্রতিচ্ছবি।

এটা ছিল সেই গুজরাট, যাকে জাফর খান (মালিক মুজাফফর শাহ) একটি স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রে উন্নীত করেন।

মুজাফফর শাহ

৭৯৩-৮১৩ হিজরি—১৩৯১-১৪১০ খ্রিষ্টাব্দ

জাফর খানই প্রথম শাসক, যিনি গুজরাটকে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান, পরহেজগার, সাহসী এবং একনিষ্ঠ মুজাহিদ। তিনি রাজপুত পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনি তুগলক আমলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কখনো গুজরাটে অবস্থান করতেন, কখনো দিল্লিতে। তার যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে ৭৯৩ হিজরিতে (১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক তাকে গুজরাটের সুবাদার (গভর্নর) নিযুক্ত করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের মৃত্যুর পর দিল্লি সালতানাত যখন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়, তখন ৭৯৯ হিজরিতে জাফর খান গুজরাটের আধা-স্বাধীন শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন; যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি তখনও দিল্লি সালতানাতের প্রতিনিধি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

তৎকালীন সময়ে তার শাসনের পরিধি পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি সীমিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। সুরাট বন্দরটি ছিল এর প্রধান উপকূলীয় এলাকা। এই অঞ্চলটি তিন দিক থেকে রাজপুত রাজা এবং অসভ্য ভিল উপজাতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। জাফর খান তার শাসনামলে বহু সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ইদর ও দিউ জয় করেন এবং জালোরেও আক্রমণ চালান। সুবাদার হিসেবে তিনি দীর্ঘ সতেরো বছর অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন।

তৈমুর লঙের আক্রমণের পর যখন দিল্লি সালতানাত আরও ভেঙে পড়ল, তখন জাফর খান ৮১০ হিজরিতে (১৪০৭ খ্রিষ্টাব্দ) 'মুজাফফর শাহ' উপাধি গ্রহণ করে গুজরাটের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেন। ৮১০ হিজরিতে তিনি মালব আক্রমণ করেন এবং কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। ৮১৩ হিজরিতে বিষপ্রয়োগের ফলে তার মৃত্যু হয়। তার পরবর্তী বংশধরগণ প্রায় দুইশ বছর পর্যন্ত এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন।

একনজরে দাক্ষিণাত্য সালতানাতের উত্থান-পতন

দাক্ষিণাত্যের এই রাজ্যটি দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। সামুদ্রিক পথের সহজলভ্যতার কারণে উসমানীয় তুর্কিদের সাথে সহজেই তাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এভাবে তারা রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহের যুগে দাক্ষিণাত্য ও উসমানীয় সালতানাতের মধ্যে সম্পর্ক উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। এই কারণে শুধুমাত্র তুর্কি আমিরদের দাক্ষিণাত্যে যাতায়াতই বাড়েনি; বরং তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠেন। সাথে সাথে দাক্ষিণাত্য রাজ্য পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাজ্যগুলোকেও একের পর এক জয় করতে থাকে।

এই বিজয়গুলো বাহমানি সালতানাতকে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক খ্যাতি এনে দেয়। দাক্ষিণাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার স্থাপত্যকলা নিজের এক স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলে। এই সালতানাত সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রশাসনিক দক্ষতার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সরকারি কাঠামো তৈরি করেছিল। যার বিভিন্ন শাখার ব্যবস্থাপনার জন্য আরবি, তুর্কি, ফারসি এবং অন্যান্য জাতির আলেম ও গুণীজনরা রাজদরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন।

তবে সরকারি দপ্তরগুলোতে এই বিদেশি কর্মকর্তাদের আধিক্য পরবর্তী সময়ে স্থানীয় আমিরদের মনে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই সংকট দাক্ষিণাত্যের জন্য প্রশাসনিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার রেখাগুলো আরও গভীর হতে থাকে। এর আগে দাক্ষিণাত্য সালতানাত অত্যন্ত বিশাল হওয়ায় প্রশাসনিক সুবিধার জন্য একে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। যখন কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন প্রাদেশিক গভর্নররা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করতে শুরু করেন। দ্বিতীয় আলাউদ্দিন শাহর আমল থেকেই বাহমানি সালতানাত দুর্বল ও খণ্ডিত হতে শুরু করেছিল। প্রদেশগুলো আলাদা হয়ে যাওয়ায় বাহমানি রাজবংশ প্রভাবহীন হয়ে পড়ে।

এভাবে দাক্ষিণাত্যের কেন্দ্রীয় শাসনের অবসান ঘটে। সালতানাতটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যাদের শাসকরা ছিলেন বাহমানি রাজ্যেরই প্রাক্তন আমির।

স্থাপত্যে অবদান

বাহমানি সালতানাত দাক্ষিণাত্যে প্রায় দুই শতাব্দী (১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দ) শাসন করেছিল। সুলতানগণ স্থাপত্য শিল্পে অনেক চমৎকার নিদর্শন রেখে গেছেন। তাদের ইমারতগুলোতে ফারসি, তুর্কি এবং হিন্দুস্তানি স্থাপত্যরীতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই বংশের প্রথম শাসক আলাউদ্দিন বাহমান শাহ ৭৪৮ হিজরিতে (১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) গুলবার্গাকে তার রাজধানী বানান এবং সেখানে একটি জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গটি তার মজবুত প্রাচীর, বিশাল প্রবেশদ্বার এবং বুরুজগুলোর জন্য বিখ্যাত ছিল।

বাহমানি সুলতানদের নির্মিত গুলবার্গার জামে মসজিদ স্থাপত্যের একটি অনন্য নিদর্শন, যা ৭৪৮ হিজরিতে (১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান মুহাম্মাদ শাহ প্রথম নির্মাণ করেছিলেন। এতে নামাজের কেন্দ্রীয় আঙিনাটি উন্মুক্ত নয়; বরং সম্পূর্ণ ছাদ দিয়ে ঢাকা। এর বিশাল গম্বুজ এবং মেহরাবগুলো ইসলামি স্থাপত্য শিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন।

গুলবার্গায় বাহমানি সুলতানদের বেশকিছু সমাধি রয়েছে। যার মধ্যে সুলতান ফিরোজ শাহ বাহমানির মাকবারাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমাধিগুলো তাদের সুউচ্চ গম্বুজ এবং পাথরের কারুকাজ করা সুন্দর জালির জন্য বিখ্যাত।

বিদার দুর্গও একটি অত্যন্ত দর্শনীয় স্থাপনা। যখন বাহমানি রাজধানী গুলবার্গা থেকে বিদারে স্থানান্তরিত হয়, তখন সেখানে এক নতুন ও শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করা হয়। তাতে রাজপ্রাসাদ, মসজিদ ও অন্যান্য ভবন অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুর্গের ভেতরের জামে মসজিদটি তার সরলতা অথচ সৌন্দর্য্যের জন্য সুপরিচিত। এতে পারস্য এবং স্থানীয় নির্মাণশৈলীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহের বিখ্যাত উজির মাহমুদ গাওয়ান ১৪৭২ খ্রিষ্টাব্দে বিদারে একটি বিশাল মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন। এই মাদরাসাটি তার সুউচ্চ ও বিশাল ভবন, সুন্দর টাইলস এবং পারস্য স্থাপত্যরীতির জন্য সুপরিচিত ছিল। সেই যুগে এটি ছিল ইসলামি জ্ঞানচর্চার এক মহান কেন্দ্র।